যিক্‌র

প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

গবেষণা সিরিজ-২৫

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
Admin- 01944411560, 01755309907
Dawah- 01979464717
Publication- 01977301510
ICT- 01944411559
Sales- 01944411551, 01977301511
Cultural- 01917164081

ISBN Number : 978-984-35-1337-3

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৮
চতুর্থ সংস্করণ : আগস্ট ২০২৪

নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
তাজুল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টিং
১৮৩, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৭৬১৩৯৮৬৯, ০১৭১৬১৩৯৮৬৯
ইমেইল : tajulprint12@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৭
৫	বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিমের যিক্‌র সম্পর্কে ধারণা	২৭
৬	যিক্‌র (ذِكْر)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ	২৮
৭	'আল্লাহর যিক্‌র করা' বাক্যের প্রকৃত অর্থ	২৮
৮	যিক্‌র-এর গুরুত্ব	৩০
৯	যিক্‌র করার সময় এবং স্থান	৩৬
১০	যিক্‌র-এর স্তরসমূহ	৩৯
১১	জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করার উপায়ের ব্যাপারে Common sense	৪০
১২	জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করার উপায়ের ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায়	৪২
১৩	কোনো বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় জানার ইসলামী পদ্ধতি	৪৩
১৪	কুরআন অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা– জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৪৩
১৫	হাদীস অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা– জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৪৭
১৬	ফিক্‌হগ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা– জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৫০

১৭	বিজ্ঞানগ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা– জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৫৩
১৮	সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী– জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৬৩
১৯	আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ এবং কালিমা তাইয়্যেবা মুখে বা মনে উচ্চারণ করা– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৬৯
২০	জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ	৭৩
২১	অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তরের যিক্‌র করার উপায়সমূহ	৮১
২২	যিক্‌রের দুই স্তরের মধ্যে সম্পর্ক	৮২
২৩	বেশি বেশি যিক্‌র করার স্থানের ব্যাপারে কুরআন	৮৯
২৪	স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের সময়ে স্বরের উচ্চতার মাত্রা	৯২
২৫	স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র একাকী বা দলবদ্ধভাবে করা	৯৪
২৬	শেষ কথা	৯৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম যিক্‌র করা বলতে বোঝেন– আল্লাহু শব্দ, আল্লাহর গুণবাচক নাম সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং কালেমা তাইয়্যেবা অর্থ না বুঝে বা বুঝে, মুখে শব্দ করে অথবা মনে মনে বারবার পড়া। কিন্তু যিক্‌র সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচারিত এ ধারণা এবং কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর বক্তব্যের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ কারণে বর্তমান মুসলিমরা যিক্‌রের দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত কল্যাণ (সাওয়াব) থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে যিক্‌র সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নায় উপস্থিত থাকা সহজ, সরল, বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত কথাগুলো কীভাবে মুসলিম জাতি হারিয়ে ফেলল। কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও বিজ্ঞানগ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা এবং সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ যে স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র, এ কথা অধিকাংশ মুসলিমের কল্পনারও বাইরে। এমনকি বহু মুসলিম বিজ্ঞানের জ্ঞানার্জনকে দুনিয়াবী কাজ তথা গুনাহের কাজ মনে করেন। পুস্তিকাটি যিক্‌র সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা দিতে এবং জাতিকে যিক্‌রের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিতে ব্যাপকভাবে সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল/Common sense/বিবেক। পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle)

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

কোনো কিছু পরিচালনার নির্ভুল উৎস হলো যা তার সৃষ্টি বা প্রস্তুতকারী লিখে দেন। বর্তমানে একটি কোম্পানি কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সাথে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্পর্কিত একটা ম্যানুয়াল (বই/কিতাব) পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর কাছ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্পর্কিত কিতাব (Manual) সাথে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল কুরআনের যে আয়াতটির মাধ্যমে এটি জানা যায় তা হলো–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

আমরা বললাম, তোমরা সবাই এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশিকা

(কিতাব/Manual) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : ইবলিস শয়তানের তথ্যসন্ত্রাসের ধোঁকায় পড়ে আদম ও হাওয়া আ. জান্নাতে নিষিদ্ধ গাছের ফল খান। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর কাছে তাওবা করেন। মহান আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করেন এবং জানিয়ে দেন যে, তাঁদেরকে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে যেতে হবে এবং শয়তানও তাঁদের সাথে থাকবে। আল্লাহর এ কথা শোনার পর ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাসের বিষয়ে জ্ঞান থাকা আদম ও হাওয়া আ.– তাঁদের অনাগত সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতটির মাধ্যমে তাঁদেরকে অভয় দেন।

আয়াতটির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যুগে যুগে মহান আল্লাহর কাছ থেকে জীবন পরিচালনার কিতাব (Manual) পৃথিবীতে যাবে। আর মানুষের মধ্যে যারা সেই কিতাবের জ্ঞানার্জন করবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করবে তাদের কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকবে না। আল্লাহর প্রেরণ করা সেই কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

মহান আল্লাহর এটা নির্ধারণ করা ছিল যে, মুহাম্মাদ স.-এর পর আর কোনো রসুল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই রসুল স. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সময়ের আবর্তনে কমবেশি হওয়া প্রতিরোধের জন্য কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে লিখে ও মুখস্থ রাখার ব্যবস্থা মহান আল্লাহ রসুল স.-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে। আর কুরআন বোঝা সহজ কথাটি আল্লাহ কুরআনে বার বার উল্লেখ করে রেখেছেন (সুরা আল কমার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০)।

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ১০টি (আমাদের গবেষণা মতে) মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' কর্তৃক প্রকাশিত **'কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিগুলো হলো–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/ Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান–

অবস্থান-১
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ

সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

বর্তমানে সকল কোম্পানি জটিল কোনো যন্ত্র তৈরি করে বাজারে ছাড়লে যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী পুস্তিকার (Manual) সাথে একজন প্রকৌশলীও পাঠায়। ঐ প্রকৌশলী যন্ত্রটি পরিচালনা করে ভোক্তাদের দেখিয়ে দেয়। কোম্পানি এমন প্রকৌশলী পাঠায় যে ম্যানুয়ালের নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রটি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকা বিষয়গুলো ভোক্তাদের বোঝাতে গিয়ে প্রকৌশলীকে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে ও কাজ করতে হয়। তবে তার কোনো কথা ও কাজ ম্যানুয়ালের তথ্যের বিরোধী হয় না। প্রকৌশলীর কথা ও কাজ যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতির বিষয় হলেও তা মূল বিষয় নয়। তা যন্ত্রটির ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়ের ব্যাখ্যা। আর প্রকৌশলী দেখিয়ে না দিলে শুধু ম্যানুয়াল পড়ে কারো পক্ষে জটিল যন্ত্র চালানো সম্ভব নয়।

এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি করা সবচেয়ে জটিল সৃষ্টি। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তার জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী ম্যানুয়ালের (কিতাব) সাথে, ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকেও (নবী-রসুল) পাঠাবেন– এটি স্বাভাবিক। মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নবী-রসুলদেরকে মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। তাই তারা সঠিকভাবে আল্লাহর কিতাবের বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াও স্বাভাবিক। আর নবী-রসুলদেরকে আল্লাহর কিতাব বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাতে গিয়ে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে হবে– এটিও স্বাভাবিক। তবে তিনি কিতাবের বিপরীত কোনো কথা বলেন না। অন্যদিকে নবী-রসুলদের কথা, কাজ ও অনুমোদন মূল বিষয় নয়, তা হবে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা– এটি বুঝাও সহজ। তবে নবী-রসুলগণের নির্দেশনাও পালন করা অপরিহার্য। মুহাম্মাদ স. হলেন আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত সর্বশেষ রসুল।

সুন্নাহ (নির্ভুল হাদীস) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। তবে সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের কিছু মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিসমূহ হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল/Common sense/বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

মানবশরীরে উপকারী (সঠিক) বিষয় প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর বিষয় (রোগ-জীবাণু) প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন বিষয়টি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। এ ব্যবস্থা যে বিষয়টি ক্ষতিকর নয় সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সারাক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানবজীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানবজীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে। তাই যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ, তা না হলে মানবজীবন শান্তিময় হবে না। জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো– বিবেক/বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান/Common sense/আকল (عَقْلٌ) বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস Common sense ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতি দুটি অনুসরণ না করে উৎসটিকে ব্যবহার করলে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতি দুটি হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত/সাধারণ জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

প্রতিটি উৎসের মূলনীতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক

১. মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে।
২. একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির জ্ঞানের সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় উল্লিখিত আছে। দুটি সত্য উদাহরণ সামনে থাকলে সে প্রবাহচিত্রটি সহজে বোঝা যায়। তবে উদাহরণ দুটিতে সরাসরি যাওয়ার আগে কুরআন সত্য উদাহরণকে কী ধরনের গুরুত্ব দিয়েছে সেটি সকলের জানা দরকার।

কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ কুরআনের মূল বিষয়সমূহ নিজে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঐ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। আর বাস্তবে আল কুরআনের অধিকাংশ আয়াতই হলো উদাহরণের আয়াত। রসুল স.-ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার

করেছেন। অন্যদিকে সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআন বোঝার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। আয়াতটির বক্তব্য ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে। যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য (শিক্ষা)। আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান? (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে কারও বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিত নয়। অন্যকথায় কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সকলকে প্রাণিবিজ্ঞানের মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া (বুনিয়াদি/ভিত্তি) জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করতে হবে।

'যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য' অংশের ব্যাখ্যা– যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, প্রাণিবিজ্ঞানে আছে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য তাদের সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তার কাছ থেকে আসা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। এ বক্তব্য থেকে অতি সহজে বোঝা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

'আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে উল্লিখিত কাজে ব্যবহার করাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির ব্যক্তি।

'(অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন জানা/বোঝা/ব্যাখ্যা করতে প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ব্যবহার না করার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যকথায় যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেনি তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

'আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/ Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেছে তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

'আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ ব্যবহার করে কুরআন বুঝতে না পেরে পথভ্রষ্ট হয় শুধু গুনাহগার ব্যক্তিরা। অর্থাৎ সে ব্যক্তিরা যারা প্রাণিবিজ্ঞান না শিখে গুনাহগার হয়েছে।

পুরো আয়াতটিতে (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের (জ্ঞান) কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই অন্য উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে মানব শারীরবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানের জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

উদাহরণ বিষয়ে পরিপূরক তথ্য ধারণকারী অন্য আয়াত– সুরা বাকারা/২ : ২৬; আল কাহাফ/১৮ : ৫৪; ইব্রাহীম/১৪ : ২৪, ২৫; হুদ/১১ : ১২০; ইউসুফ/১২ : ১০৫; যুমার/৩৯ : ২৭ ইত্যাদি এবং সুরা নিসা/৪ : ৮২;

বাকারা/২: ১৭৬; হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩, ৫৩; দুখান/৪৪ : ৫৮; ক্বামার/৪৪ : ১৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আলাক/৯৬ : ১-৫ ইত্যাদি।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের দুটি সত্য উদাহরণ–
উদাহরণ-১

❑ চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

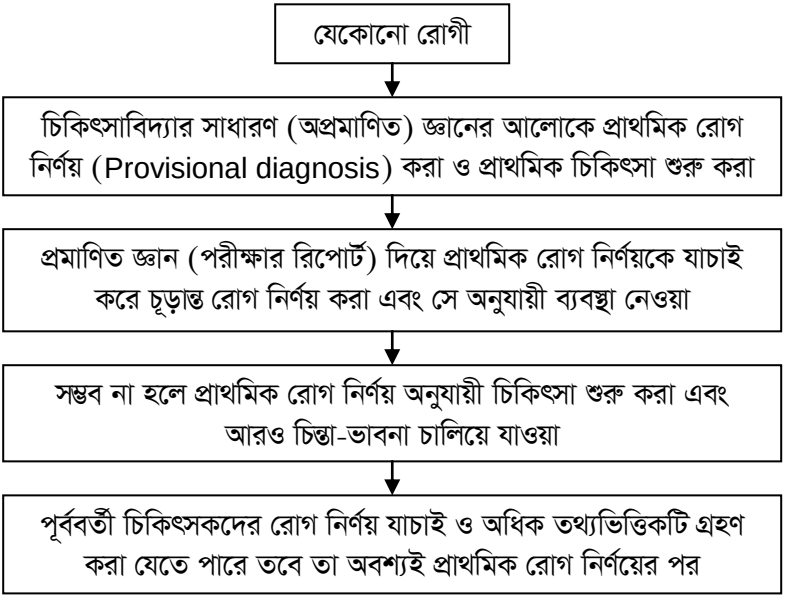

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

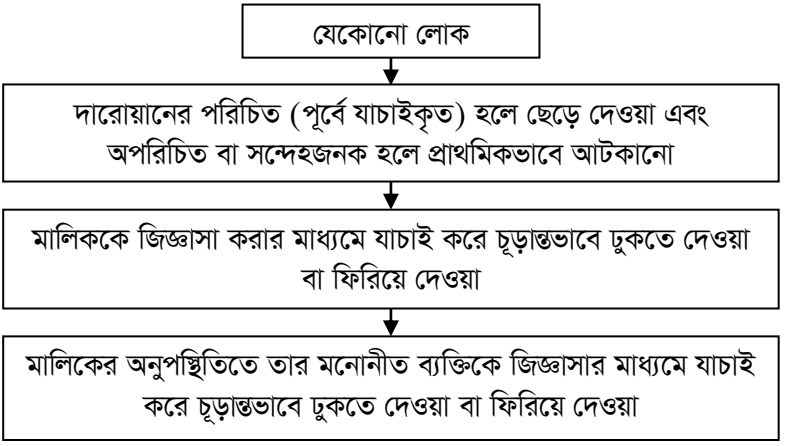

কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেকের মধ্যে পার্থক্য

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- **কুরআন :** আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) :** মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।
- **সুন্নাহ (রসুল স.) :** মালিকের অনুপস্থিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ (ভিত্তি) দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন :** মানদণ্ড জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** কুরআনে অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow Chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

যেকোনো বিষয়

↓

আকল/Common sense/বিবেক (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ/অপ্রমাণিত জ্ঞান) বা বিজ্ঞানের (আকলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিশেষ জ্ঞান) ভিত্তিতে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (আকল/Common sense/বিবেক বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই-বাছাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ....

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক

অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকধারী ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো ... ...

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল/সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ

مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল। আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয়ে তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের Common sense-এর বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

তাই কুরআন ও হাদীস থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো−

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।
২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।
৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।
৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।
৬. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

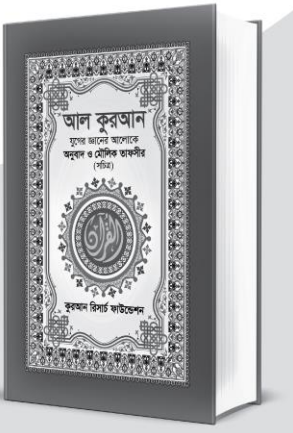

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

মূল বিষয়

যিক্‌র (ذِكْر) শব্দটি শোনেনি এমন কোনো মুসলিম আছে বলে মনে হয় না। তবে যিক্‌র সম্পর্কে বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের ধারণা এবং বাস্তব আমলের সাথে কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। আর এ কারণে বর্তমান মুসলিমরা যিক্‌রের দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত কল্যাণ (সাওয়াব) থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে যিক্‌র শব্দটি দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে তা কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্যের আলোকে উপস্থাপন করা এবং জাতিকে যিক্‌রের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দিকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা।

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিমের যিক্‌র সম্পর্কে ধারণা

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম যিক্‌র করা বলতে বোঝেন– আল্লাহু (الله) বা আল্লাহর গুণবাচক নাম, কালেমা তাইয়্যেবা অর্থ না বুঝে বা বুঝে, মুখে শব্দ করে অথবা মনে মনে বারবার পড়া। আল্লাহর গুণবাচক নাম ধারণকারী সুবহানাল্লাহ (سبحان الله), আলহামদুলিল্লাহ (الحمد لله) ও আল্লাহু আকবার (الله اكبر) এ বাক্য তিনটি এবং কালেমা তাইয়্যেবার যিক্‌র সবচেয়ে বেশি করা হয়। আর ঐ যিক্‌র আঙুলের কর বা তাসবীহের দানা গণনা করার মাধ্যমে সাধারণত করা হয়। যিক্‌র করার ব্যাপারে এমনটিই মুসলিমদের আমল।

যিক্‌র (ذِكْرٌ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

ذِكْرٌ (যিক্‌র)-এর শাব্দিক অর্থ স্মরণ করা, উল্লেখ, বর্ণনা, উপদেশ, খ্যাতি ইত্যাদি অন্তরে উপস্থিত করা। আবার যিক্‌রটি কোনো বিষয় উচ্চারণ করা এবং স্মৃতিতে এমনভাবে উপস্থিত করা যাতে করে আর ভুলে না যায়, এমন ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এ শব্দটি সুনাম ও প্রশংসার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।[১] এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Recollection or Remembrance। আর যিক্‌র-এর পারিভাষিক অর্থ হলো আল্লাহকে স্মরণ করা বা স্মরণ রাখা।

'আল্লাহর যিক্‌র করা' বাক্যের প্রকৃত অর্থ

Common sense

যিক্‌র করার অর্থ হলো স্মরণ করা বা স্মরণ রাখা। Common sense অনুযায়ী কাউকে স্মরণ করা বা রাখা বলতে তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, রং, ভর ইত্যাদি স্মরণ করা বুঝায় না। কাউকে স্মরণ করা বা স্মরণ রাখা বলতে বুঝায়– তার আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, বিধি-বিধান, আইন, তার ক্ষমতা, শক্তি, গুণাগুণ, তার ঘোষিত পুরস্কার, শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহ জানা ও স্মরণ রাখা এবং সঠিক সময়ে, সঠিক স্থানে স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে বাস্তব কাজ করা।

তাই Common sense অনুযায়ী আল্লাহর যিক্‌র করা বলতে আল্লাহর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ভর, রং ইত্যাদি স্মরণ করাকে বোঝাবে না। আর আল্লাহর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ভর ইত্যাদি নেইও। তাই Common sense অনুযায়ী আল্লাহর যিক্‌র করা বলতে বোঝাবে– আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, বিধি-বিধান, আইন, ক্ষমতা, শক্তি ও গুণাগুণ, আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার, শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহ জানা ও স্মরণ রাখা এবং সঠিক সময় ও স্থানে স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে কাজ করা।

---

১. বিস্তারিত : মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, কাওয়ায়িদুল ফিক্‌হ (করাচী, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২৯৯।

তাহলে বইটির ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো আল্লাহর যিক্‌র করা বলতে বোঝাবে– আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, বিধি-বিধান, আইন, ক্ষমতা, শক্তি ও গুণাগুণ, আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার, শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহ জানা ও স্মরণ রাখা এবং সঠিক সময় ও স্থানে স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে কাজ করা।

কুরআন ও হাদীস

কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর যিক্‌র করা বলতে আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, ক্ষমতা, শক্তি, বিধি-বিধান, আইন ও গুণাগুণ, আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার, শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহ জানা ও স্মরণ রাখা এবং সঠিক সময় ও স্থানে স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে কাজ করাকেই বুঝানো হয়েছে। পরে আলোচনাকৃত বিষয়গুলো থেকে এটি স্পষ্ট করে জানা ও বুঝা যাবে।

তাহলে দেখা যায়– আল্লাহর যিক্‌র করা বলতে কী বোঝাবে সে ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো, আল্লাহর যিক্‌র করা বলতে বোঝাবে– আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, বিধি-বিধান, আইন, শক্তি ও গুণাগুণ; আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার-শাস্তি ও আল্লাহর চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহ জানা ও স্মরণ রাখা এবং সঠিক সময় ও স্থানে স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে কাজ করা।

যিক্‌র-এর গুরুত্ব

Common sense

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, আল্লাহর যিক্‌র করা বলতে বোঝায়– আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা; আল্লাহর ক্ষমতা-শক্তি বা গুণাগুণ, আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার-শাস্তি ও আল্লাহর জানানো চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহ জানা ও স্মরণ রাখা এবং সঠিক সময় ও স্থানে স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে কাজ করা।

দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে হলে একজন মু'মিনকে অবশ্যই আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, আল্লাহর ক্ষমতা-শক্তি বা গুণাগুণ, আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার-শাস্তি ও আল্লাহর জানানো চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহ জানতে ও স্মরণ রাখতে এবং সঠিক সময় ও স্থানে স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে কাজ করতে হবে। তাই Common sense অনুযায়ী সহজে বলা যায়– যিক্‌র ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তাহলে ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– ইসলামে যিক্‌র-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

আল কুরআন

তথ্য-১

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۭ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ ۭ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۭ .....

তুমি তিলাওয়াত করো কিতাব থেকে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং সালাত কায়েম করো। অবশ্যই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর নিশ্চয় আল্লাহর যিক্‌রই সর্বশ্রেষ্ঠ।

(সুরা আনকাবুত/২৯ : ৪৫)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আল্লাহর যিক্‌রকে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে যিক্‌র বলতে সালাত আদায়কে বুঝানো হয়েছে।[২]

তথ্য-২

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ .

(সঠিক পথ পাওয়া ব্যক্তিরা হলো তারা) যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর যিক্‌রে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়। জেনে রেখো, আল্লাহর যিক্‌রে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। (সুরা রা'দ/১৩ : ২৮)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে যিক্‌রকে অন্তর প্রশান্তিদায়ক একটি বিষয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্তরে প্রশান্তি না থাকলে কোনো মানুষের জীবন শান্তিময় হতে পারে না। তাই এ আয়াত অনুযায়ীও আল্লাহর যিক্‌র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তথ্য-৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ .

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর যিক্‌র থেকে উদাসীন না করে। আর যারা এমন করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সুরা মুনাফিকুন/৬৩ : ৯)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত অনুযায়ী– সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যাদেরকে আল্লাহর যিক্‌র থেকে বিরত রাখে তারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ। তাই এ আয়াত অনুযায়ীও আল্লাহর যিক্‌র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তথ্য-৪

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ .

আর যে ব্যক্তি দয়াময় (আল্লাহ)-এর যিক্‌র থেকে বিমুখ হবে আমরা তার জন্য (অতাৎক্ষণিকভাবে) নিয়োজিত করি এক শয়তান। অতঃপর সে হয় তার সহচর।

(সুরা যুখরুফ/৪৩ : ৩৬)

---

২. ইবন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম* (বৈরূত : দারু তায়্যিবাহ, ১৯৯৯ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ২৮০।

ব্যাখ্যা : এ আয়াত অনুযায়ী, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিক্‌র করে না আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী শয়তান তার সহচর হয়ে যায়। শয়তান যার বন্ধু তার জীবন যে শতভাগ ব্যর্থ তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। তাই এ আয়াত অনুযায়ীও আল্লাহর যিক্‌র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তাহলে দেখা যায়– যিক্‌র-এর গুরুত্ব সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– যিক্‌র ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

আল হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ..... عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ মূসা আল-আশআরী রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা' থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ মূসা আল আশআরী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন– যে ব্যক্তি তার রবের যিক্‌র করে আর যে ব্যক্তি তা করে না তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে জীবিত ও মৃতের মতো।

- বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৬০৪৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী যিক্‌র করাকে জীবিত ও যিক্‌র না করাকে মৃতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাই হাদীসটির মাধ্যমে বুঝা যায় যে, মানবজীবনে যিক্‌র-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حد..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ فَقَالَ: سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ. قَالُوا : وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি উমাইয়া ইবন বিসত্বাম আল-'আইশী রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– একবার রসূলুল্লাহ স. মক্কার পথে চলতে থাকেন। অতঃপর তিনি একটি পাহাড় অতিক্রম করলেন যার নাম 'জুমদান'। এরপর তিনি বললেন, তোমরা এ জুমদান পর্বতে সফর করো। 'মুফাররিদ'গণ অগ্রবর্তী হয়েছে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রসূল! মুফাররিদ কারা?" তিনি বললেন, বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌রকারী পুরুষ ও নারীগণ।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯৮৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস অনুযায়ী– যিক্‌রকারীরা অগ্রবর্তী ব্যক্তি। তাই হাদীসটি অনুযায়ী যিক্‌র ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ..... عَنِ ابْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنِ الْمُفَرِّدُونَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُهْتَرُونَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ.

আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ রহ. থেকে শুনে 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– মুফাররিদগণ অগ্রবর্তী হয়েছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন– হে আল্লাহর রসূল স.! মুফাররিদগণ কারা? তিনি বললেন– যারা আল্লাহর যিকিরে আত্মভোলা।

- আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং-৮২৭৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস অনুযায়ী যিক্‌রকারীরা আত্মভোলা। অর্থাৎ যারা জীবনের অন্য কাজের দিকে খেয়াল কম দেয়। তাই হাদীসটি অনুযায়ী– যিক্‌র ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

হাদীস-৪

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بن حُرَيْث..... عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ

مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى. فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আবু দারদা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হুসাইন ইবন হুরাইছ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত। রসূল স. বলেছেন– আমি কি তোমাদের উত্তম আমলের কথা জানাবো, যা তোমাদের মালিকের কাছে অত্যন্ত পবিত্র, মর্যাদার দিক দিয়ে অনেক উচ্চে, সোনা-রুপা ব্যয় করা ও শত্রুর মুখোমুখি হয়ে তাদের হত্যা করা বা নিজে নিহত হওয়ার চেয়ে যা তোমাদের জন্য ভালো? সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই বলুন। রসূল স. বললেন– (তা হলো) আল্লাহ তা'য়ালার যিক্র। মু'আয ইবনু জাবাল রা. বলেন, আল্লাহ তা'য়ালার শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার যিক্রের তুলনায় অগ্রগণ্য কোনো জিনিস নেই।

- তিরমিযী, *আস-সুনান* (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), হাদীস নং-৩৩৭৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী সোনা-রুপা ব্যয় করা, শহীদ হওয়া বা শত্রুকে হত্যা করার চেয়ে যিক্রকারীর মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি। তাই হাদীসটি অনুযায়ী যিক্র-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীস-৫

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ.

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূল স. বলেছেন– শয়তান আদম সন্তানের অন্তরের ওপর জেঁকে বসে থাকে। যখন সে আল্লাহর যিক্র করে তখন সরে যায়, আর যখন সে যিক্র থেকে বিরত থাকে তখন কুমন্ত্রণা দেয়।

- আল-মাকতাবাতুশ শামেলা, মেশকাত শরীফ, ২য় খণ্ড, ৩য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৭০৫।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি অনুযায়ী যিক্রকারী থেকে শয়তান দূরে থাকে। আর যে যিক্র করে না তার ওপর শয়তান জেঁকে বসে এবং তাকে কুমন্ত্রণা দেয়। তাই

হাদীসটি অনুযায়ীও যিক্‌র-এর গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীসটির বক্তব্য কুরআনের ৪ নং তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের অনুরূপ।

হাদীস-৬

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَّ صِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ اَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ قَالُوْا وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ وَلاَ اَنْ يَّضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ .

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, নবী করীম স. বলেছেন– প্রত্যেক জিনিসকে ঝকঝকে/উজ্জ্বল করার কিছু আছে। মনকে ঝকঝকে/উজ্জ্বল করার জিনিস হলো আল্লাহর যিক্‌র। আর আল্লাহর যিক্‌র অপেক্ষা আল্লাহর আজাব থেকে অধিক রক্ষাকারী আর কিছু নেই। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন– আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও নয়? তিনি বললেন– না। আল্লাহর রাস্তায় তরবারী মেরে ভেঙে ফেললেও নয়।

◆ আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ, বায়হাকী, হাদীস নং-৫২২

ব্যাখ্যা : হাদীসটির একটি বক্তব্য হলো– যিক্‌র মানুষের অন্তরকে ঝকঝকে/উজ্জ্বল করে। হাদীসটির অন্য বক্তব্য হলো– আল্লাহর যিক্‌র, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা অপেক্ষা মানুষকে আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে অধিক যোগ্য একটি বিষয়। তাই হাদীসটি অনুযায়ীও যিক্‌র-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

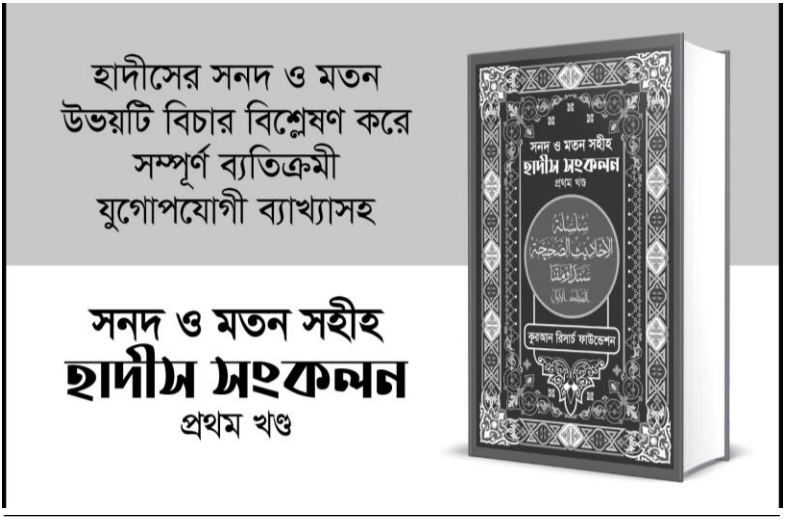

যিক্‌র করার সময় এবং স্থান

প্রচলিত ধারণা

বর্তমানে অধিকাংশ সাধারণ মুসলিম মনে করেন যিক্‌র করার সবচেয়ে উত্তম স্থান হলো মসজিদ এবং সবচেয়ে উত্তম সময় হলো রাত।

সঠিক তথ্য

Common sense

একজন গোলাম বা দাসকে ২৪ ঘণ্টাই তার মনিবের আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ স্মরণ রাখতে ও মেনে চলতে হয়। কিছু সময় মনিবের আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ স্মরণ রাখা ও মেনে চলা ব্যক্তি কখনও গোলাম বা দাস বলে গণ্য হয় না।

একজন মু'মিন হলো আল্লাহর গোলাম বা দাস। আর ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় যিক্‌র হলো– আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, বিধি-বিধান, আইন, ক্ষমতা, শক্তি ও গুণাগুণ এবং আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার, শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহ জানা, স্মরণ রাখা ও অনুসরণ করা।

Common sense অনুযায়ী তাই সহজে বলা যায়– একজন মু'মিনকে যিক্‌র করতে হবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এবং সকল স্থানে তথা রাত, দিন, সকাল, দুপুর, বিকাল; মসজিদ, কর্মস্থান, বাড়ি, কাজের সময়, ভ্রমণের সময়, বিশ্রাম ইত্যাদি সকল সময় ও স্থানে।

তাহলে ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– যিক্‌র-এর সময় ও স্থান জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও সকল স্থান। অর্থাৎ রাত, দিন, সকাল, দুপুর, বিকাল; মসজিদ, কর্মস্থান, বাড়ি, কাজের সময়, ভ্রমণের সময়, বিশ্রামের সময় ইত্যাদি সকল সময় ও স্থান।

আল কুরআন

তথ্য-১

اِنَّ فِیۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَاخۡتِلَافِ الَّیۡلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الۡاَلۡبَابِ . الَّذِیۡنَ یَذۡکُرُوۡنَ اللّٰهَ قِیَامًا وَّقُعُوۡدًا وَّعَلٰی جُنُوۡبِهِمۡ وَیَتَفَکَّرُوۡنَ فِیۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ

.....

নিশ্চয় মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে উলিল আলবাবদের জন্য নিদর্শন (শিক্ষণীয় বিষয়) রয়েছে। যারা আল্লাহর যিক্‌র করে দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত অবস্থায় এবং মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। ... ... (সুরা আলে ইমরান/৩ : ১৯০-১৯১)

ব্যাখ্যা : উলিল আলবাব আল কুরআনের একটি পরিভাষা। এখানে মহান আল্লাহ প্রকৃত উলিল আলবাবদের ২টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন–

১. দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র করা।
২. মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা।

তাই আয়াতটি থেকে জানা যায়– উলিল আলবাব হলো প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ। আর উলিল আলবাবদের প্রথম গুণ হলো– দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত অবস্থার আল্লাহর যিক্‌র করা। একজন মানুষ তার ২৪ ঘণ্টার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এই তিন অবস্থার কোনো একটিতে অবশ্যই থাকে। তাই এ আয়াতে কারীমা থেকে জানা যায়– যিক্‌র করতে হবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এবং সকল স্থানে। অর্থাৎ রাত, দিন, সকাল, দুপুর, বিকাল, মসজিদ, কর্মস্থান, বাড়ি, কাজ, ভ্রমণ, বিশ্রাম ইত্যাদি সকল সময় ও স্থানে।

তথ্য-২

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا اذۡکُرُوا اللّٰهَ ذِکۡرًا کَثِیۡرًا . وَّسَبِّحُوۡهُ بُکۡرَةً وَّاَصِیۡلًا .

হে যারা ঈমান এনেছো! বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র করো এবং সকাল ও সন্ধ্যা তাঁর তাসবীহ (যিক্‌র) করো।

(সুরা আহযাব/৩৩ : ৪১, ৪২)

ব্যাখ্যা : এখানে সকাল ও সন্ধ্যায় যিক্‌র করতে বলা হয়েছে।

তথ্য-৩

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلۡهِیۡهِمۡ تِجَارَةٌ وَّلَا بَیۡعٌ عَنۡ ذِکۡرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِیۡتَآءِ الزَّکٰوةِ ۪ۙ یَخَافُوۡنَ یَوۡمًا تَتَقَلَّبُ فِیۡهِ الۡقُلُوۡبُ وَالۡاَبۡصَارُ .

(আল্লাহর জ্ঞানের আলোর দিকে হেদায়াত প্রাপ্ত হলো) সে সব ব্যক্তি– ব্যাবসা ও বেচাকেনা যাদেরকে আল্লাহর যিক্‌র এবং সালাত কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা থেকে বিরত রাখতে পারে না। তারা সে দিনকে ভয় করে যে দিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।

(সুরা আন নূর/২৪ : ৩৭)

ব্যাখ্যা : এখানে সেই ব্যক্তিদের আল্লাহর জ্ঞানের আলোর দিকে হেদায়াত প্রাপ্ত বলা হয়েছে– ব্যাবসা ও বেচাকেনা যাদেরকে আল্লাহর যিক্‌র থেকে বিরত রাখতে পারে না। অর্থাৎ এ আয়াতের বক্তব্য হলো ব্যাবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনার সময়ও আল্লাহর যিক্‌র করতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল আয়াতসহ আরও আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে– যিক্‌র-এর স্থান ও সময় হলো জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও স্থান। অর্থাৎ রাত, দিন, সকাল, দুপুর, বিকাল, মসজিদ, কর্মস্থান, বাড়ি, কাজ, ভ্রমণ, বিশ্রাম ইত্যাদি সকল সময় ও স্থান।

তাহলে দেখা যায় যিক্‌র-এর সময় ও স্থান সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– যিক্‌র-এর স্থান ও সময় হলো জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও স্থান। অর্থাৎ রাত, দিন, সকাল, দুপুর, বিকাল, মসজিদ, কর্মস্থান, বাড়ি, কাজ, ভ্রমণ, বিশ্রাম ইত্যাদি সকল সময় ও স্থান।

আল হাদীস

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ... ...عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আয়িশা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তিদ্বয় আবূ কুরাইব মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা' রহ. ও ইবরাহীম ইবন মূসা রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– রসূল স. সর্বদা আল্লাহর যিক্‌র করতেন।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৮৫২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– রসূল স. সর্বদা আল্লাহর যিক্‌র করতেন। অর্থাৎ রসূল স. দিন, রাত, সকাল, বিকাল, কর্মস্থান, বিশ্রাম ইত্যাদি সকল

সময় ও স্থানে আল্লাহর যিক্‌র করতেন। তাই হাদীসটি অনুযায়ী যিক্‌র-এর স্থান ও সময় হলো জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও স্থান। অর্থাৎ রাত, দিন, সকাল, দুপুর, বিকাল, মসজিদ, কর্মস্থান, বাড়ি, কাজ, ভ্রমণ, বিশ্রাম ইত্যাদি সকল সময় ও স্থান।

যিক্‌র-এর স্তরসমূহ

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি কুরআন, হাদীস ও Common sense অনুযায়ী যিক্‌র-এর স্থান ও সময় হলো জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও স্থান। অর্থাৎ রাত, দিন, সকাল, দুপুর, বিকাল, মসজিদ, কর্মস্থান, বাড়ি, কাজ, ভ্রমণ, বিশ্রাম ইত্যাদি সকল সময় ও স্থান। একজন মানুষ যখন মনোযোগ দিয়ে কোনো কাজ করে, বিশেষ করে কাজটি যদি সূক্ষ্ম বা কঠিন হয় তখন ঐ কাজের মধ্যে তার মনকে পরিপূর্ণভাবে মশগুল রাখতে হয়। মন অন্যদিকে গেলে কাজটিতে ভুল হয়ে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ মানুষকে কাজের সময়ও যিক্‌র করতে বলেছে। কুরআন সুন্নাহ তথা ইসলাম মানুষের কল্যাণ চায়। ক্ষতি চায় না। তাই সহজেই বুঝা যায়, কাজের সময় যিক্‌র করার অর্থ কাজটির বাইরের অন্য কোনো বিষয় স্মরণ করা (যিক্‌র করা) হবে না। বরং এটি হবে কাজটি আল্লাহর যিক্‌র বলে গণ্য হয় এমন ব্যবস্থা নেওয়া। সে ব্যবস্থা হলো– আল্লাহ তা'য়ালা ও রসূল স. যে পদ্ধতি অনুযায়ী কাজটি করতে বলেছেন বা দেখিয়ে দিয়েছেন সে পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজটি করা। আর এটির কারণ হলো– ঐ পদ্ধতি হলো কাজটি করার সঠিক পদ্ধতি। অর্থাৎ ঐ পদ্ধতি অনুযায়ী করলেই শুধু কাজটির প্রকৃত কল্যাণ দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষ পাবে।

সুতরাং কুরআন, হাদীস ও Common sense অনুযায়ী আল্লাহর যিক্‌র-এর স্তর হবে দুটি–

ক. জানা ও স্মরণ রাখা (মনে রাখা) স্তর।
খ. অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তর।

আর জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের স্মরণ রাখার বিষয়গুলো হবে–

১. আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, আল্লাহর ক্ষমতা, শক্তি ও গুণাগুণ, আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার-শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহ।
২. বিভিন্ন কাজ (আমল) বাস্তবে করার যে পদ্ধতি (নিয়ম-কানুন/আরকান-আহকাম/প্রোগ্রাম) আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন বা রসূল স. দেখিয়ে দিয়েছেন সেগুলো।

জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করার উপায়ের ব্যাপারে Common sense

Common sense অনুযায়ী কারো সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয় জানা ও স্মরণ রাখার যে সকল উপায় হতে পারে তা হলো–

১. বিষয়গুলো কোনো গ্রন্থে লেখা থাকলে তা বারবার পড়ে (Revision) স্মরণ রাখা।

২. বাস্তব কাজের (Practical work) মাধ্যমে কোনো বিষয় শেখানো হয়ে থাকলে বারবার সে কাজটি করার মাধ্যমে বিষয়গুলো স্মরণ রাখা।

৩. কোনো শব্দ বা বাক্যের মাধ্যমে কোনো বিষয় বা তথ্য জানানো হয়ে থাকলে বারবার মনে বা মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে তা স্মরণ রাখা।

সুতরাং Common sense অনুযায়ী সহজে বলা যায়– আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ জানা ও স্মরণ রাখার যে সকল উপায় হতে পারে তা হবে–

১. আল্লাহ সম্পর্কিত বিষয়গুলো কোনো গ্রন্থে লেখা থাকলে সে গ্রন্থ বারবার পড়ে বিষয়গুলো জানা ও মনে রাখা।

২. বাস্তব কোনো কাজের (আমল) মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কিত বা আল্লাহর জানানো বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা থাকলে সে কাজটি নির্দিষ্ট ব্যবধানে বারবার পালন করে বিষয়গুলো স্মরণ রাখা।

৩. কোনো শব্দ বা বাক্যের মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কিত বা আল্লাহর জানানো কোনো বিষয়ের শিক্ষা থাকলে নির্দিষ্ট ব্যবধানে মুখে বা মনে বারবার সে শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করে তথ্যগুলো স্মরণ রাখা।

আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, শিক্ষা, উপদেশ, গুণাগুণ, ক্ষমতা, পুরস্কার, শাস্তি, ক্ষমা, আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য ধারণকারী গ্রন্থ বা বিষয় হলো–

১. কুরআন।

২. হাদীস।

৩. ফিক্‌হশাস্ত্র (কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের গবেষণার ফলাফল ধারণকারী গ্রন্থ)।

৪. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন (Natural law) ধারণকারী বিভিন্ন গ্রন্থ (সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, গণিতবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান ইত্যাদি)। এ সকল গ্রন্থের তত্ত্বগুলো মানুষ শুধু আবিষ্কার (Discover) করেছে।

৫. সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি আমলের অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয়।

৬. আল্লাহর গুণবাচক নাম যেমন– রহমান, রহীম, গাফ্‌ফার, কাহ্‌হার, জব্বার ইত্যাদি।

৭. বিভিন্ন বাক্য যেমন– সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইত্যাদি।

তাই Common sense অনুযায়ী, মহান আল্লাহর স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করার বিভিন্ন উপায় হবে–

১. কুরআন অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা জানা ও স্মরণ রাখা।

২. হাদীস অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা জানা ও স্মরণ রাখা।

৩. ফিক্‌হশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা জানা ও স্মরণ রাখা।

৪. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন ধারণকারী বিভিন্ন গ্রন্থ (সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, গণিতবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান ইত্যাদি) অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা জানা ও স্মরণ রাখা।

৫. সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি আমলসমূহ পালন করে তার অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো গ্রহণ ও স্মরণ রাখা।

৬. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বাক্য মনে বা মুখে বারবার উচ্চারণ করে তার শিক্ষা স্মরণ রাখা।

৭. সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি তাসবীহসমূহ মনে বা মুখে বারবার উচ্চারণ করে তার অর্থ স্মরণ রাখা।

জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করার উপায়ের ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায়

২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র-এর বিভিন্ন উপায় হবে–

১. কুরআন অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা জানা ও স্মরণ রাখা।
২. হাদীস অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা জানা ও স্মরণ রাখা।
৩. ফিক্‌হশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা জানা ও স্মরণ রাখা।
৪. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন ধারণকারী বিভিন্ন গ্রন্থ (সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, গণিতবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান ইত্যাদি) অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা জানা ও স্মরণ রাখা।
৫. সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি আমলসমূহ পালন করে তার অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো গ্রহণ ও স্মরণ রাখা।
৬. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বাক্য মনে বা মুখে বারবার উচ্চারণ করে তার শিক্ষা স্মরণ রাখা।
৭. সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি তাসবীহসমূহ মনে বা মুখে বারবার উচ্চারণ করে তার অর্থ স্মরণ রাখা।

কোনো বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় জানার ইসলামী পদ্ধতি

২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায় তথা Common sense-এর রায়কে কুরআন সমর্থন করলে ঐ প্রাথমিক রায় হবে উক্ত বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। আর কুরআন যদি প্রাথমিক রায়ের বিপরীত কথা বলে তবে প্রাথমিক রায়কে বাদ দিয়ে কুরআনের বক্তব্যকে উক্ত বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

ইতোমধ্যে আমরা জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র-এর উপায় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায় জেনেছি। এখন আমরা কুরআনের মাধ্যমে যাচাই করে দেখব যে– উল্লিখিত বিষয়সমূহ জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হিসেবে চূড়ান্তভাবে ইসলামে গ্রহণযোগ্য হবে কি না।

কুরআন অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা– জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়

আল কুরআন

তথ্য-১

وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ

যিক্‌র-এর বিষয়ে পরিপূর্ণ কুরআনের শপথ।

(সুরা সোয়াদ/৩৮ : ১)

তথ্য-২

وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ

অথচ এটা (কুরআন) বিশ্ববাসীর জন্য যিক্‌র ছাড়া আর কিছুই নয়।

(সুরা কালাম/৬৮ : ৫২)

তথ্য-৩

.....وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

... ... আর তোমার প্রতি যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করি, যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যম) স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও যেন (অবতীর্ণ হওয়া বিষয় নিয়ে) চিন্তা-ভাবনা করে।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৪)

তথ্য-৪

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ.

আর যারা কুফরী করেছে তারা যখন যিক্‌র (কুরআন) শ্রবণ করে তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে আছড়ে ফেলতে চায় এবং বলে– নিশ্চয় সে পাগল। (সুরা কালাম /৬৮: ৫১)

তথ্য-৫

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ.

নিশ্চয় আমরাই এ যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর সংরক্ষণকারী।

(সুরা হিজর/১৫ : ৯)

তথ্য-৬

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

এটি (কুরআন) একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মু'মিনদের জন্য এটা যিক্‌র।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২)

তথ্য-৭

مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى. اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى.

আমরা এজন্য তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি যে তুমি কষ্ট পাবে। বরং (অবতীর্ণ করেছি) যিক্‌র স্বরূপ তার জন্য যে (আল্লাহকে) ভয় করে।

(সুরা ত্ব-হা/২০ : ২, ৩)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ আয়াতগুলোসহ আরও অনেক আয়াতে কুরআনকে 'যিক্‌র' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ নামকরণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা

জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআন আল্লাহর যিক্‌রমূলক একটি গ্রন্থ। তাই এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কুরআন অধ্যয়ন করা ও স্মরণ রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র।

তাহলে দেখা যায়– কুরআন অধ্যয়ন করা ও স্মরণ রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– কুরআন অধ্যয়ন করা ও স্মরণ রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র। অর্থাৎ পড়া বা শোনার মধ্যমে কুরআনের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, আল্লাহর ক্ষমতা, শক্তি, গুণাগুণ এবং আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার-শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহের শিক্ষা গ্রহণ করা ও মনে রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র'-এর অন্তর্ভুক্ত।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ..... عَنِ الحَارِثِ، قَالَ: مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ: وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ: مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنِ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ المَتِينُ، **وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ**، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن: ٢] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আলী রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– বর্ণনাধারার ২য় ব্যক্তি হারেস রা. বলেন, আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত, তখন আমি আলী রা.-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম– হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে, লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত? তিনি বললেন– তারা কি তা করেছে? আমি বললাম– হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন তিনি (আলী রা.) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই মিথ্যা হাদীস (فِتْنَةٌ) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তা থেকে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন– আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলি ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন।

আর যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর যিক্‌র ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ী সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দিয়ে আলেমগণের তৃপ্তি মেটে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনল তখনই সাথে সাথে তারা বলল– নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল সাওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে কুরআনের দিকে ডাকলো সে স্থায়ী পথের দিকে ডাকলো।

- তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং-২৯০৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ। হাদীসটি অত্যন্ত মশহুর বা প্রসিদ্ধ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসূল স. কুরআনকে আল্লাহর 'যিক্‌র' বলেছেন। তথা অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ বলেছেন। অর্থাৎ হাদীসটি অনুযায়ী– পড়া বা শোনার মাধ্যমে কুরআনের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, আল্লাহর ক্ষমতা, শক্তি, গুণাগুণ এবং আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার-শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহের শিক্ষা গ্রহণ করা ও মনে রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র'-এর অন্তর্ভুক্ত।

হাদীস অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা– জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়

আল কুরআন

তথ্য-১

..... وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ .

... ... আর তোমার প্রতি যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে) স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও যেন (কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে) চিন্তা-ভাবনা করে।

(সুরা আন-নাহল/১৬ : ৪৪)

তথ্য-২

.....وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.....

রসূল (কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে) যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।

(সুরা হাশর/৫৯ : ৭)

তথ্য-৩

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى . اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى .

আর সে (রসূল স.) মনগড়া কথা বলে না। এটা তার প্রতি প্রেরিত ওহী ছাড়া কিছু নয়।

(সুরা নাজম/৫৩ : ৩, ৪)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

এ সকল আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– রসূল স. আল্লাহ তা'য়ালার নিয়েগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী, আল্লাহ তা'য়ালা রসূল স.-এর ব্যাখাকে গ্রহণ করতে বলেছেন এবং রসূল স. কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে কুরআনকে ব্যাখ্যা করার সময় আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কোনো কিছু করতেন না।

তাই এ সকল আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়– কুরআন অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হলে রসূল স.-এর হাদীস অধ্যয়ন করা ও মনে রাখাও জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হবে। তবে এ দুই পদ্ধতির যিক্‌র-এর গুরুত্বের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকবে।

♦♦ তাহলে দেখা যায় সুন্নাহ (হাদীস) স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়া না হওয়ার ব্যাপার ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই **২১ নং পৃষ্ঠায়** উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– হাদীস অধ্যয়ন করা ও স্মরণ রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র। অর্থাৎ পড়া বা শোনার মাধ্যমে হাদীসে থাকা আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, আল্লাহর ক্ষমতা, শক্তি, গুণাগুণ এবং আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার-শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহের শিক্ষা গ্রহণ করা ও মনে রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র-এর অন্তর্ভুক্ত।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ..... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: قَدْ يَئِسَ الشَّيْطَانُ بِأَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلَكِنَّهُ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَاحْذَرُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ **إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ﷺ**، إِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَخٌ مُسْلِمٌ، الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، وَلَا تَظْلِمُوا، وَلَا تَرْجِعُوا مِنْ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকেম নিশাপুরী রহ. ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আবূ বকর আহমাদ বিন ইসহাক থেকে শুনে তাঁর গ্রন্থ 'আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন' এ লিখেছেন– ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূল স. বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেছেন– শয়তান তোমাদের এ ভূমিতে তার ইবাদাত করা হবে এই ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে, কিন্তু সে তার ইবাদাত নিয়ে সন্তুষ্ট ঐ সমস্ত ব্যাপারে যে ব্যাপারগুলোকে তোমরা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চোখে দেখো (হালকা মনে করো), সুতরাং হে লোক সকল!

তোমরা সতর্ক থেকো, **নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে যা রেখে গেলাম, তোমরা যতক্ষণ তা আঁকড়ে ধরে রাখবে (জ্ঞানার্জন ও অনুসরণ করবে) তোমরা কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না, তা হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও তার নবীর স. সুন্নাহ।** নিশ্চয়ই মুসলিম একে অপরের ভাই, মুসলিমরা সবাই ভাই ভাই। কারো জন্য অপর ভাইয়ের মাল ভোগ করা হালাল নয়, তবে সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু দিলে ভিন্ন কথা। একে অপরের ওপর জুলুম করো না। আর তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

- ♦ আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন, হাদীস নং ৩১৮।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি বিদায় হাজ্জের ভাষণের অংশ। তাই এটি লক্ষাধিক সাহাবী সরাসরি রসূল স.-এর মুখ থেকে শুনেছেন। হাদীসটির বোল্ড করা অংশের বক্তব্য অনুযায়ী বলা যায় যে, যতদিন মুসলিমরা আল্লাহর কিতাব কুরআন ও মহানবীর সুন্নাহর জ্ঞানার্জন ও অনুসরণ করবে, ততদিন তারা বিপথগামী হবে না। হাদীসটি অনুযায়ী– পড়া বা শোনার মাধ্যমে হাদীসের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, আল্লাহর ক্ষমতা, শক্তি, গুণাগুণ এবং আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার-শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহের শিক্ষা গ্রহণ করা ও মনে রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র-এর অন্তর্ভুক্ত।

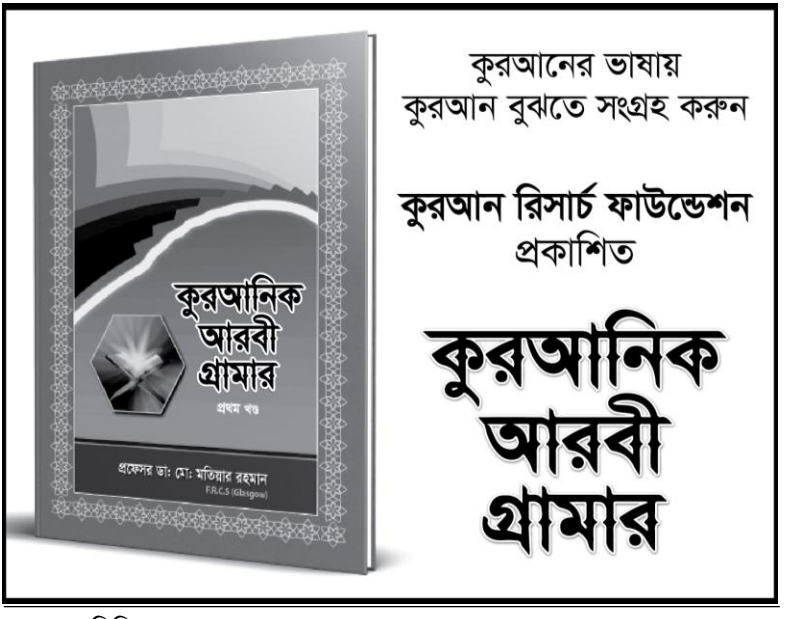

ফিক্‌হগ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা– জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়

আল কুরআন
তথ্য-১

.....فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

... ... তোমরা যদি না জানো তবে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে (ফকীহ) জিজ্ঞাসা করো। (সুরা নাহল/১৬ : ৪৩ ও সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা সাধারণ মুসলিমদের বলেছেন– কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর ভিত্তিতে চেষ্টা করার পর কেউ যদি ইসলামের কোনো বিষয় জানতে বা বুঝতে না পারে তবে তারা সমাজে থাকা কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করে সেটি জেনে নেবে।

ফিক্‌হগ্রন্থ হলো কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে ইসলামের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিদের চিন্তা-গবেষণার তথ্যধারণকারী গ্রন্থ। তাই সহজে বলা যায়– আয়াত দুটি অনুযায়ী ফিক্‌হগ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা, অবশ্যই জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হবে।

তথ্য-২

.....وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

... ... আর তোমার প্রতি যিক্‌র অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে) স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও যেন (কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে) চিন্তা-ভাবনা করে। (সুরা নাহল/১৬ : ৪৪)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা রসূল মুহাম্মাদ স.-কে কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআনকে ব্যাখ্যা করে মানুষকে বুঝিয়ে দিতে বলার পরপরই মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন।

ফিক্‌হগ্রন্থ হলো কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে ইসলামের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিদের চিন্তা-গবেষণার তথ্যধারণকারী গ্রন্থ। তাই সহজে বলা যায়– কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা যদি জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হয় তাহলে ফিক্‌হগ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা, অবশ্যই জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হবে।

♦♦ তাহলে দেখা যায়– ফিক্‌হগ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা, স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপার ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই **২১ নং পৃষ্ঠায়** উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– ফিক্‌হগ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও স্মরণ রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসূলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিলেন। আর আমরা তাদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল

অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসূলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের দিকে মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এ কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ রহ. থেকে শুনে 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– কুরআন সাত (আঞ্চলিক) উচ্চারণে নাযিল হয়েছে। আর কুরআনে পরস্পর বিরোধিতা/সন্দেহ আছে বলা কুফরী। এই কথা তিনি তিনবার বলেছেন। **তাই এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং-৭৯৭৬
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : হাদীস দুটির বোল্ড করা অংশের বক্তব্য ওপরের সুরা নাহলের ৪৩ নং ও সুরা আম্বিয়ার ৭ নং আয়াতের অনুরূপ। তাই আয়াত দুটির ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা করে হাদীস দুটির ভিত্তিতেও বলা যায়– ফিক্হগ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও স্মরণ রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্র।

বিজ্ঞানগ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা– জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়

আল কুরআন

তথ্য-১.১

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝وقفة . وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝وقفة . وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝وقفة . وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝وقفة .

তারা কি দেখে না, কী (বৈজ্ঞানিক) পদ্ধতি অনুযায়ী উটকে সৃষ্টি করা হয়েছে? আকাশ মণ্ডলকে কী (বৈজ্ঞানিক) পদ্ধতি অনুযায়ী উঁচু করা হয়েছে? পর্বতমালাকে কী (বৈজ্ঞানিক) পদ্ধতি অনুযায়ী শক্ত করে দাঁড় করানো হয়েছে? ভূমণ্ডলকে কী (বৈজ্ঞানিক) পদ্ধতি অনুযায়ী বিস্তৃত করা হয়েছে?

(সুরা আল গাশিয়া/৮৮ : ১৭-২০)

তথ্য-১.২

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ .

সুতরাং মানুষ দেখুক তাকে কী (জিনিস) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(সুরা আত তারিক/৮৬ : ৫)

তথ্য-১.৩

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ .

তারা কি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমরা কী (বৈজ্ঞানিক) পদ্ধতি অনুযায়ী তা নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোনো ফাটলও নেই? (সুরা ক্বফ/৫০ : ৬)

তথ্য-১.৪

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ

وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۭ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ .

আর তিনিই (আল্লাহ) আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এরপর তা দিয়ে আমরা সব ধরনের উদ্ভিদের চারা উৎপন্ন করি, এরপর তা থেকে সবুজ পাতা উৎপন্ন করি, পরে তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা (শীষ) উৎপন্ন করি। আর খেজুর গাছের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি বের করি, আর আঙুরের উদ্যান সৃষ্টি করি এবং সৃষ্টি করি যায়তুন ও আনার, এগুলো পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ ও সাদৃশ্যহীন। দৃষ্টি দাও এর ফলের প্রতি যখন তা ফলবান হয় এবং এর পরিপক্কতা লাভের (বৈজ্ঞানিক) পদ্ধতির প্রতি। মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য এগুলোতে অবশ্যই নিদর্শন (শিক্ষণীয় বিষয়) রয়েছে।

(সুরা আন'আম/৬ : ৯৯)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ (Microscope & Telescope) যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার আগ পর্যন্ত 'দেখা' শব্দটি দিয়ে শুধু খালি চোখে দেখা বুঝাতো। কিন্তু বর্তমান যুগে 'দেখা' শব্দটি দিয়ে বোঝাবে খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা।

তাই আয়াতগুলোসহ আরও আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়– সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন জিনিস তথা মানুষ, পশু-পাখি, আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র, মেঘমালা, পৃথিবী, বৃক্ষ-লতা, ফল-ফুল, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা ইত্যাদি কী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি/প্রোগ্রাম অনুযায়ী সৃষ্টি (গঠন) করা হয়েছে এবং পরিচালনা করা হচ্ছে (Law of Creation and Conduction) তা মানুষকে খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখতে বলা হয়েছে বা না দেখার জন্য তিরস্কার করা হয়েছে।

অর্থাৎ ওপরের আয়াতগুলোসহ আরও আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন জিনিস তথা মানুষ, পশু-পাখি, আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র, মেঘমালা, পৃথিবী, বৃক্ষ-লতা, ফল-ফুল, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা ইত্যাদি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাগ্রহণ করতে বলেছেন বা বৈজ্ঞানিক শিক্ষা গ্রহণ না করার জন্য তিরস্কার করেছেন।

তথ্য-২

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۭ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۡ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۭ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ قُلِ الْعَفْوَ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ .

তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো– এ দুটির মধ্যে রয়েছে অনেক ক্ষতি ও মানুষের জন্য কিছু উপকারিতা এবং তাদের ক্ষতি অনেক বেশি, উপকারিতার চেয়ে। আর তারা তোমাকে আরও জিজ্ঞাসা করে যে, তারা আল্লাহর পথে কী ব্যয় করবে? বলে দাও– (প্রয়োজনের) অতিরিক্ত যা থাকে। এভাবে আল্লাহ আয়াতের মাধ্যমে (কোনো জিনিসের মূল বিষয়) তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন যাতে তোমরা গবেষণা করতে পারো। (সুরা বাকারা/২ : ২১৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মতো আরও আয়াতে মহান আল্লাহ একটি জিনিস সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রথমে উপস্থাপন করেছেন। তারপর উপস্থাপিত তথ্যগুলো সামনে রেখে মানুষকে চিন্তা-গবেষণা (Research) করতে বলেছেন। এর কারণ হলো– উপস্থাপিত তথ্যগুলো সামনে রেখে চিন্তা-গবেষণা করলে ঐ জিনিসের কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় আবিষ্কৃত হবে। আর সেগুলো কাজে লাগিয়ে মানব-সভ্যতা উপকৃত হবে।

আলোচ্য আয়াতে মদ ও জুয়ার ক্ষতি ও কল্যাণ সম্পর্কিত মূল তথ্য প্রথমে উপস্থাপন করা হয়েছে। তারপর মদ ও জুয়ার ক্ষতি ও কল্যাণ সম্পর্কিত উপস্থাপিত তথ্যগুলো সামনে রেখে চিন্তা-গবেষণা করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ মদ ও জুয়া নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে তার ক্ষতি ও কল্যাণের দিকগুলো আবিষ্কার করে মানব সভ্যতার কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

তথ্য-৩

.....وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ.

... ... আর উলুল আলবাবগণ ছাড়া কেউ (কুরআন থেকে) শিক্ষালাভ করে না (করতে পারে না)। (সুরা আলে-ইমরান/৩ : ৭)

ব্যাখ্যা : এখানে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন শুধুমাত্র উলুল-আলবাবগণ কুরআন থেকে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। যারা প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে তারা প্রকৃত আমল করতে পারবে এবং সঠিকভাবে অপরকে তা শিক্ষা দিতেও পারবে, এটি একটি সহজ বোধগম্য কথা।

তাহলে এ আয়াতে কারীমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন শুধুমাত্র উলুল-আলবাবগণ কুরআন থেকে প্রকৃত শিক্ষা নিতে পারবে, সে অনুযায়ী প্রকৃত আমল করতে পারবে এবং অপরকে সঠিক শিক্ষা দিতে পারবে। তাই উলুল-আলবাব বলতে মহান আল্লাহ কাদের বুঝিয়েছেন তা সকল মুসলিমের ভালোভাবে জানা ও বুঝা দরকার।

উলুল-আলবাব কারা সেটি আল্লাহ জানিয়েছেন এভাবে–

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ... ...

নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব এবং দিন রাত্রির পরিবর্তনের মধ্যে উলিল আলবাবদের জন্য নিদর্শন (উদাহরণ) রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শয়নে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর যিক্‌র করে (কুরআনের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য স্মরণ এবং অনুসরণ করে) এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে ... ...

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৯০-১৯১)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেন– মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে উলিল আলবাবদের জন্য। এরপর আল্লাহ উলিল আলবাব কোন ব্যক্তিরা, তা বুঝানোর জন্য তাদের দুটো গুণের উল্লেখ করেন–

১. যারা দাঁড়ানো, বসা ও শয়ন অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে। মানুষ ২৪ ঘণ্টার জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত এ তিন অবস্থার কোনো একটা অবস্থায় থাকে। তাহলে আল্লাহ এখানে উলিল আলবাবদের প্রথম গুণ হিসেবে বলেছেন– তারা তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহকে স্মরণ করে। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ যেভাবে চলতে বলেছেন সেভাবে চলে। তাই উলিল আলবাগণ হলেন প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তিগণ।

২. যারা মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি অর্থাৎ মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব ও রাত ও দিনের আবর্তন নিয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-গবেষণা করে।

তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়– আল কুরআনে উলিল আলবাব বলতে বোঝানো হয়েছে প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীদেরকে। সুতরাং এ দুটি আয়াতের সম্মিলিত শিক্ষা হলো– কুরআন থেকে সঠিক শিক্ষা বা জ্ঞানার্জন করতে পারবে শুধু প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ।

তথ্য-৪

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ أَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ أَرَادَ اللهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ إِلَّا الْفٰسِقِيْنَ .

(সুরা আল-বাকারা/২ : ২৬)

আয়াতটির অংশভিত্তিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ...

নিশ্চয় আল্লাহ (কুরআনকে বোঝানোর জন্য) মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ (প্রাণীর) উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না।

শিক্ষা : কুরআন তথা ইসলাম জানা ও বোঝার জন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর সাহায্য নিতেও কারো বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিত নয়।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

অতঃপর যারা মু'মিন তারা জানে যে, নিশ্চয়ই তা (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা (নির্ভুল শিক্ষা)।

ব্যাখ্যা : লক্ষণীয় বিষয় হলো– কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণকে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। এ বক্তব্য থেকে অতিসহজে বোঝা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا

আর যারা কাফের তারা বলে, এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?

ব্যাখ্যা : যারা প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণের মাধ্যমে কুরআন তথা ইসলাম জানা বা বোঝাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির।

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا

এর (প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ) মাধ্যমে আল্লাহ অনেককে পথভ্রষ্ট করেন, আবার অনেককে সঠিকপথে পরিচালিত করেন।

ব্যাখ্যা : এখানে বলা হয়েছে– প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে কুরআন ব্যাখ্যার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার না করার ফলে অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। তাই তারা পথভ্রষ্ট হয়। অন্যদিকে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে কুরআন ব্যাখ্যার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করার কারণে অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে। তাই তারা সঠিক পথ পায়।

وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ .

আর ফাসিকরা (গুনাহগাররা) ছাড়া অন্য কাউকে তিনি এর (প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ) মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করেন না।

ব্যাখ্যা : গুনাহগাররা ছাড়া অন্য কেউ প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হয় না।

সম্মিলিত শিক্ষা

পুরো আয়াতটিতে কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই অন্য সৃষ্টির উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত), কুরআন বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

তথ্য-৫.১

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ . الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

পড়ো তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি আলাক থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পড়ো এবং তোমার রব মহিমান্বিত। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। (কুরআনের মাধ্যমে) মানুষকে এমন বিষয় শিখিয়েছেন যা সে আগে (জন্মগতভাবে) জানে না।

(সুরা আলাক/৯৬ : ১-৫)

ব্যাখ্যা : কুরআনের এ পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে এবং এরপর বেশ কয়েক মাস কুরআন নাযিল হওয়া বন্ধ ছিল। প্রথম আয়াতটির বিষয় অনির্দিষ্ট কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতটির বিষয় সুনির্দিষ্ট। আর তা হলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভ্রূণ তত্ত্বের বিষয়।

তাহলে দেখা যায়– চিকিৎসাবিজ্ঞানের আয়াত তথা চিকিৎসাবিজ্ঞানকে মহান আল্লাহ কুরআনের প্রথম সুনির্দিষ্ট বিষয় হিসেবে স্থান দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বিনা কারণে কোনো কাজ করার ত্রুটি থেকে মুক্ত। তাই আল্লাহ তা'য়ালার এ কর্মপদ্ধতির মধ্যে নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো কারণ আছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানকে কুরআনের প্রথম সুনির্দিষ্ট বিষয়ের মর্যাদা দিয়ে মহান আল্লাহ এ কথাটিই জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক উদাহরণ (জ্ঞান) হচ্ছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ (জ্ঞান)।

তথ্য-৫.২

وَفِي الْأَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ . وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ .

আর দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য উদাহরণ রয়েছে পৃথিবীতে। আর তোমাদের নিজের (শরীরের) মধ্যে; তোমরা কি দেখো না?

(আয যারিয়াত/৫১ : ২০, ২১)

ব্যাখ্যা : বর্তমানে 'দেখা' বলতে বুঝায়– খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা। আয়াত দুটির শিক্ষা এটি নয় যে– পৃথিবীতে এবং নিজেদের শরীরের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে শুধু দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য। কারণ, দুর্বল বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের জন্য সেখানে শিক্ষা আছে। তাই আয়াত দুটির শিক্ষা হলো– পৃথিবীতে এবং নিজেদের শরীরের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাসী হতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য।

তাই আয়াত দুটি থেকে জানা যায়– দৃঢ়বিশ্বাসী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উদাহরণের অর্ধেক আছে মানব শরীরের ভেতরে এবং অর্ধেক আছে মানব শরীরের বাইরের পৃথিবীতে। ২১ নং আয়াতের শেষে– খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানব শরীরের মধ্যের ও বাইরের পৃথিবীর উদাহরণ না দেখার জন্য মানুষকে তিরস্কার করা হয়েছে।

তথ্য-৫.৩

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ....

শীঘ্র আমরা দিগন্ত এবং তাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) তাদেরকে দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(সুরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যত দূর যায় তত দূর। আর সুরা আলে ইমরানের ৭ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা তিনি ছাড়া কেউ জানেন না।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যত দূর যায় তত দূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

তাহলে এ আয়াত অনুযায়ী– যে সকল আবিষ্কারের মাধ্যমে কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় একদিন সত্য প্রমাণিত হবে তার অর্ধেক হবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের আবিষ্কার।

সম্মিলিত শিক্ষা : আয়াতটিসহ আরও আয়াতের ভিত্তিতে পরিষ্কারভাবে জানা যায়– কুরআন জানা বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক উদাহরণ হলো মানব শারীরবিজ্ঞানের জ্ঞান (উদাহরণ)।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– বিজ্ঞানগ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা, স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপার ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– বিজ্ঞানগ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও স্মরণ রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

ইমাম বুখারী রহ. আমর ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াঝিদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–
আমর ইব্‌নু 'আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে এ কথা বলতে শুনেছেন– কোনো বিচারক গবেষণায় (ইজ্‌তিহাদ) সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তার জন্য আছে দুটি পুরস্কার। আর বিচারক গবেষণায় ভুল করলে তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯১৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে গবেষণা করার কথা বলা হলেও এর শিক্ষার প্রয়োগ সর্বজনীন। তাই হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– বিজ্ঞান গবেষণাসহ যেকোনো বিষয়ে গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। আর তাই এ হাদীস অনুযায়ী– বিজ্ঞানের গ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত হবে।

হাদীস -২

أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ الْمَرْوَزِيُّ، ..... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ : اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন্-নিশাপূরী রহ. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাসান বিন হালীম থেকে শুনে তাঁর 'আল মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– পাঁচটি অবস্থার আগে পাঁচটি অবস্থাকে গুরুত্ব দাও। বার্ধক্যের আগে যৌবনকে, অসুস্থতার আগে সুস্থতাকে, দারিদ্রের আগে সচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার আগে অবসরকে এবং মৃত্যুর আগে জীবনকে।

- হাকিম, *আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন*, হাদীস নং-৭৮৪৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসূল স. যে ৫টি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে বলেছেন তার ৪টি হলো– বার্ধক্যের আগে যৌবন, অসুস্থতার আগে সুস্থতা, ব্যস্ততার আগে অবসর এবং মৃত্যুর আগে জীবন। এ ৪টি বিষয়ই চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই হাদীসটি অনুযায়ী চিকিৎসাবিজ্ঞান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান। আর প্রধান ২টি কারণ হলো–

১. চিকিৎসাবিজ্ঞান কুরআন জানা, বোঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সহজ মাধ্যম।
২. স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তাই অন্য সব বিজ্ঞানের কল্যাণ উপভোগ করতে হলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রয়োজন।

আর তাই এ হাদীস অনুযায়ীও বিজ্ঞানের গ্রন্থ অধ্যয়ন করা ও মনে রাখা, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত হবে।

হাদীস-৩

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَتَى يَعْرِفُ الْإِنْسَانُ رَبَّهُ قَالَ إِذَا عَرَفَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَرَاعَى مِنْهَا مَا صَلَحَ وَاسْتَقَامَ مِنْ زَيْغ.

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিঁনি রসূল স.-কে জিজ্ঞাসা করলেন– হে আল্লাহর রসূল! মানুষ কীভাবে তার রবকে চিনবে? রসূল স. বললেন– যখন সে তার নিজেকে চিনবে। অতঃপর নিজের মধ্যে যা কিছু ভালো আছে তা সংরক্ষণ করবে এবং নিজেকে স্খলন থেকে দৃঢ়ভাবে বিরত রাখবে।

◆ আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ- আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ্বীন, পৃ. ১৮২

ব্যাখ্যা : হাদীসটিকে কেউ কেউ সনদের (বর্ণনা ধারা) দিক থেকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু হাদীসটির বক্তব্য বিষয় (মতন) কুরআনের সাথে ভীষণভাবে সামঞ্জস্যশীল। রসূল স. বলেছেন, যে নিজেকে চিনবে সে তার রবকে চিনবে।

রবকে চেনার মূল অর্থ হলো কুরআন জানা এবং কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝা। আর নিজেকে চেনার অতীব গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক হলো–

১. কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যেতে হবে, কে সৃষ্টি করেছেন, কেন সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি জানা।
২. শরীরের Embryology, Anatomy, Physiology, Phycology, Intellectuality, Sex, Behavior, Need, Aging process, Food, Exercise, Disease, Treatment, Limitations ইত্যাদি জানা।

নিজেকে চেনার ১ম দিকটি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের (কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ, ইসলামী সাহিত্য) সাহায্য নিয়ে মানুষ জানতে পারে। কিন্তু নিজেকে চেনার ২য় দিকটি সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসাবিজ্ঞান জানার ওপর নির্ভরশীল। তাই এ হাদীস অনুযায়ী– চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ (তথ্য/জ্ঞান) রবকে চেনা তথা কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সহায়ক।

সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী– জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়

সালাত

আল কুরআন

তথ্য-১

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

.....

হে যারা ঈমান এনেছো! জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য ডাকা হয় তখন কেনাবেচা বন্ধ করে আল্লাহর যিক্‌র-এর (সালাত) দিকে দৌড়াও।

(সুরা জুমু'আ/৬২ : ৯)

তথ্য-২

اِنَّنِىْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ .

নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, অতএব আমার দাসত্ব করো (দাসত্বের শর্তপূরণ করে জীবন পরিচালনা করো) এবং আমার যিক্‌র-এর জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা করো।

(সুরা ত্ব-হা/২০ : ১৪)

তথ্য- ৩

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۭ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۭ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ .

আর তুমি সালাত কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের প্রথমাংশে। সৎকাজ অবশ্যই (ছগীরা) গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। এটা (সালাত কায়েম করা) যিক্‌রকারীদের জন্য এক বড়ো যিক্‌র।

(সুরা হুদ/১১ : ১১৪)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : প্রথম আয়াতে সালাতকে সরাসরি আল্লাহর যিক্‌র বলা হয়েছে। ২ নং তথ্যের আয়াতটিতে আল্লাহর যিক্‌র-এর জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়েছে। আর ৩ নং তথ্যের আয়াতটিতে সালাত কায়েম করাকে যিক্‌রকারীদের জন্য এক বড়ো যিক্‌র বলা হয়েছে।

সালাতকে যিক্‌র বলার কারণ হলো– সালাতের অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানুষের জীবন পরিচালনা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ অনেক শিক্ষা দিয়েছেন। দিনে পাঁচবার সালাত আদায় করার আদেশের মাধ্যমে সেই শিক্ষাগুলো স্মরণ রাখার (ভুলতে না পারার) অপূর্ব ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অর্থাৎ সালাত হলো– আল্লাহর দিতে চাওয়া ঐ শিক্ষাগুলো তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিকভাবে (Theoretically and Practically) দিনে পাঁচবার অনুশীলনের মাধ্যমে স্মরণ রাখার এক অপূর্ব ব্যবস্থা। তাই এ আয়াতগুলো অনুযায়ী সালাত স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র-এর একটি বিষয়।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– সালাত স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপার ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– সালাত জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকার হাদীস

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلاَنَةَ تَذْكُرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاَتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ : هِيَ فِي النَّارِ. قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ فُلاَنَةَ تَذْكُرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاَتِهَا وَأَنَّهَا تَصَدَّقُ بِالأَثْوَارِ مِنَ الأَقِطِ وَلاَ تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ : هِيَ فِي الْجَنَّةِ.

আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ রহ. থেকে শুনে 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবু হুরায়রা রা. বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি বললো– ইয়া রসূলুল্লাহ! অমুক মহিলা সালাত ও যাকাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখ দিয়ে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন– সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বললো– ইয়া রসূলুল্লাহ! অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম (নফল) রোজা রাখে, কম (নফল) সদকা করে এবং সালাতও (নফল) কম পড়ে। তার দানের পরিমাণ

হলো পনিরের টুকরা বিশেষ (খুবই কম)। কিন্তু সে নিজের মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রসূল স. বললেন– সে জান্নাতী।

- আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং-৯৬৭৩।
- হাদীসটির সনদ হাসান ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে উল্লিখিত প্রথম মহিলাকে প্রচুর সালাত আদায় করলেও প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দেওয়ার কারণে জাহান্নামে যেতে হবে। আর দ্বিতীয় মহিলা কম সালাত (নফল সালাত) আদায় করেছে, কিন্তু প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট না দেওয়ার কারণে সে জান্নাত পাবে।

এর কারণ হলো– প্রতিবেশী তথা মানুষকে মুখ দিয়ে কষ্ট না দেওয়া, সালাতের অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয়ের (কুরআন) একটি শিক্ষা। প্রথম মহিলা প্রচুর সালাত পড়ার পরও প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দিয়েছে। এখান থেকে বুঝা যায় সে প্রচুর সালাত আদায় করেও সালাতের এ শিক্ষাটি নেয়নি। তাই সে ঐ শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করতেও পারেনি। এ কারণে তার সালাত কবুল হয়নি এবং তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

অন্যদিকে হাদীসে উল্লিখিত দ্বিতীয় মহিলা নফল সালাত কম পড়লেও প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দেয়নি। এখান থেকে বুঝা যায় সে সালাত কম আদায় করলেও তা থেকে শিক্ষা নিয়েছে এবং সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করেছে। এ কারণে তার সালাত কবুল হয়েছে এবং সে জান্নাত পেয়েছে।

সালাত তার পঠিত বিষয় ও অনুষ্ঠান তথা তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিকভাবে (Theoretically and Practically) এটিসহ অনেক শিক্ষা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় দিনে পাঁচবার। তাই এ আয়াত অনুযায়ী সালাত স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র-এর একটি বিষয়।

সিয়াম

আল কুরআন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হলো যেমন তা ফরজ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে (তা থেকে শিক্ষা নিয়ে) তোমরা (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ-সচেতন মানুষ হতে পারো।

(সুরা বাকারা/২ : ১৮৩)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়– সিয়ামের শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা এক বিশেষ ধরনের আল্লাহ-সচেতন মানুষ তৈরি করতে চান। সে মানুষগুলো হবে এমন যারা পেটের ক্ষুধা ও জৈবিক ক্ষুধা থাকলেও আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপনে তা থেকে দূরে থাকবে। সিয়াম, বাস্তব অনুশীলনের (Practical work) মাধ্যমে এ শিক্ষাটি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় প্রতি বছর একমাস ধরে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী সিয়াম স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র-এর একটি বিষয়।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– সিয়াম স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– সিয়াম স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আদাম ইবন আবী ইয়াস রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে পারেনি, তার খাওয়া বা পান করা ছেড়ে দেওয়াতে (সিয়াম পালনে) আল্লাহর কোনো দরকার নেই।

- ♦ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-১৮০৪।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি থেকে জানা যায়– যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করার পর মিথ্যা কথা ও মিথ্যা আচরণ তথা কুরআন বিরোধী কথা ও আচরণ ছাড়েনি তার সিয়াম কবুল হবে না। এর কারণ হলো– সিয়াম, আল্লাহর প্রণয়ন করা স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের একটি বিষয়। অর্থাৎ সিয়ামের অনুষ্ঠান পালন করে বিশেষ ধরনের আল্লাহ-সচেতনতার শিক্ষা নিতে হবে এবং তা স্মরণ রাখতে হবে। অতঃপর সে শিক্ষা অনুসরণ করে বাস্তব জীবন পরিচালনা করতে হবে। সে বিশেষ আল্লাহ-সচেতনতা হলো– পেটের ক্ষুধা ও জৈবিক ক্ষুধা থাকলেও আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপনে তা থেকে দূরে থাকা।

হাজ্জ

আল কুরআন

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ .....

হাজ্জের মাসগুলো সুনির্দিষ্ট। সুতরাং যে এ মাসগুলোতে হাজ্জকে নিজের ওপর ফরজ করে নিয়েছে সে যেন হাজ্জের সময়ে অশ্লীল কাজ, পাপকাজ ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হয়। আর তোমরা যে ভালো কাজই করো না কেন আল্লাহ তা জানেন। আর (হাজ্জ থেকে জীবনের জন্য) পাথেয় সংগ্রহ করো, আর অবশ্যই (হাজ্জ থেকে গ্রহণীয়) সর্বোত্তম পাথেয় হলো (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ-সচেতনতা।

(সুরা বাকারা/২ : ১৯৭)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়– হাজ্জ পালন থেকে শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা এক বিশেষ ধরনের আল্লাহ-সচেতন মানুষ তৈরি করতে চান। সে মানুষগুলো হবে এমন, যারা কায়িক পরিশ্রম ও আর্থিক ক্ষতি হলেও আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকবে। হাজ্জ, বাস্তব অনুশীলনের (Practical work) মাধ্যমে এ শিক্ষাটি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় জীবনে একবার। তাই এ আয়াত অনুযায়ী 'হাজ্জ' স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র-এর একটি বিষয়।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– হাজ্জ স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপার ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– হাজ্জ স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র।

কুরবানী

আল কুরআন

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۗ .....

এদের (কুরবানীর পশুর) গোশত এবং রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, কিন্তু পৌঁছে (এর শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হওয়া) তোমাদের (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ সচেতনতা।

(সুরা হাজ্জ/২২ : ৩৭)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়– কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা এক বিশেষ ধরনের আল্লাহ-সচেতন মানুষ তৈরি করতে চান। সে মানুষগুলো হবে এমন যারা প্রিয় জিনিস এমনকি জীবন হারানোর সম্ভাবনা থাকলেও আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকবে। কুরবানী, বাস্তব অনুশীলনের (Practical work) মাধ্যমে এ শিক্ষাটি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় প্রতি বছর একবার। তাই এ আয়াত অনুযায়ী 'কুরবানী' স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র-এর একটি বিষয়।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– কুরবানী স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপার ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– কুরবানী স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র।

আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ এবং কালিমা তাইয়্যেবা মুখে বা মনে উচ্চারণ করা– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও ইসলামের চূড়ান্ত রায়

আল কুরআন

তথ্য-১

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا .

সুতরাং তুমি তোমার রবের (গুণবাচক) নাম যিক্‌র করো এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর প্রতি নিবেদিত হও। (সুরা মুয্‌যাম্মিল/৭৩ : ৮)

তথ্য-২

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى .

(হে নবী) তোমার মহান রবের (গুণবাচক) নামের তাসবীহ করো।
(সুরা আল-আ'লা/৮৭ : ১)

তথ্য-৩

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ .....

তখন তুমি তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। (সুরা আন-নাসর/১১০ : ৩)

তথ্য-৪

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ .
تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .

তুমি কি লক্ষ করোনি আল্লাহ কীভাবে (বিভিন্ন বিষয়ে) উদাহরণ দিয়েছেন? কালেমায়ে তাইয়্যেবার (উদাহরণ হলো) উত্তম গাছ যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। (যেটি) প্রত্যেক মওসুমে তার রবের

অনুমতিক্রমে ফলদান করে; আর আল্লাহ মানুষের জন্য নানা উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা যিক্‌র (শিক্ষা গ্রহণ) করে।

(সুরা ইবরাহীম/১৪ : ২৪, ২৫)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ সকল আয়াত থেকে জানা যায়– আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ এবং কালিমা তাইয়্যেবা অর্থ বুঝে মনে মনে বা মুখে উচ্চারণ করা এবং স্মরণ রাখা আল্লাহর যিক্‌র-এর অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ এবং কালিমা তাইয়্যেবা স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র হওয়ার ব্যাপার ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ এবং কালিমা তাইয়্যেবা অর্থ বুঝে মনে মনে বা মুখে উচ্চারণ করা স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ..... سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

ইমাম তিরমিযী রহ. জাবির ইবন আব্দিল্লাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন হুবাইব ইবন আরাবিয়্যু রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবির ইবন আব্দিল্লাহ রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ স.-কে বলতে শুনেছি– সর্বোত্তম যিক্‌র হলো لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু), আর সর্বোত্তম দু'আ হলো اَلْحَمْدُ لِلَّهِ (আল-হামদু লিল্লাহ)।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, ৩৩৮৩।
- হাদীসটির সনদ হাসান ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তিগণ যথাক্রমে মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল্লাহ ইবন নুমাইর, ঝুহাইর ইবন হারব ও আবূ কুরাইব, মুহাম্মাদ ইবন ত্বরীফ আল-বাযালিয়্যু রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– এমন দুটি বাক্য আছে, যা মুখে হাল্কা (উচ্চারণে সহজ), মাপে অনেক ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) এবং আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। এ বাক্য দুটি হচ্ছে–

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ .

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭০২১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لِأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তিদ্বয় আবূ বকর ইবন আবী শায়বা ও আবূ কুরাইব রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– আমার কাছে سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ (সুব্হান্নাল্লাহ ওয়াল হাম্দু লিল্লাহ ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার) বলা দুনিয়ার সব কিছুর চেয়েও বেশি প্রিয়।

- মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৭০২২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৪

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَوةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا

شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আব্দুল হুমাইদ ইবন বায়ান আল-ওয়াসিতিয়্যু রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ', তেত্রিশবার 'আল-হামদুলিল্লাহ', তেত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' পড়ে এবং একশতবার পূর্ণ করার জন্য একবার لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ পড়ে তার সমস্ত ছগীরা গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়, যদিও তা হয় সাগরের ফেনাপুঞ্জের সমান।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১৩৮০
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি– জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করা বলতে বুঝায়– আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, বিধি-বিধান, আইন, ক্ষমতা, শক্তি ও গুণাগুণ, আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার, শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহ জানা ও স্মরণ রাখা। আমরা এটিও জেনেছি যে– স্মরণ রাখার স্তরের যিক্‌র করার উপায়গুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো–

১. কুরআন অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা স্মরণ রাখা।
২. হাদীস অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা স্মরণ রাখা।
৩. ফিক্‌হশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা স্মরণ রাখা।
৪. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন ধারণকারী বিভিন্ন গ্রন্থ (সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, গণিতবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, ইতিহাসবিজ্ঞান ইত্যাদি) অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা স্মরণ রাখা।
৫. সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি উপাসনামূলক আমলসমূহ পালন করে তার অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো স্মরণ রাখা।
৬. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বাক্য মনে মনে বা মুখে বারবার উচ্চারণ করে তার শিক্ষা স্মরণ রাখা।
৭. সুবহানাল্লাহ, আল্‌হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি তাসবীহ মনে মনে বা মুখে বারবার উচ্চারণ করে তার অর্থ স্মরণ রাখা।

প্রশ্ন হলো– এ উপায়গুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর এটি জানা খুবই দরকার। কারণ বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম যিক্‌র করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় মনে করেন সুবহানাল্লাহ, আল্‌হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি তাসবীহসমূহ অথবা কালিমা তাইয়্যেবা না বুঝে বা

বুঝে মনে মনে বা মুখে বারবার উচ্চারণ করাকে। কিন্তু প্রকৃত বিষয় কি তাই? আমরা এখন কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর আলোকে বিষয়টি জানার চেষ্টা করবো।

Common sense

আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা, বিধি-বিধান, আইন, ক্ষমতা, শক্তি ও গুণাগুণ, আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার, শাস্তি ও চাওয়া-পাওয়ার বিষয়সমূহের মূল ও একমাত্র নির্ভুল উৎস হলো আল কুরআন। আর এ বিষয়গুলো কুরআনে উল্লিখিত আছে বিস্তারিত, সংক্ষিপ্ত বা ইঙ্গিত আকারে। কুরআনের সাথে যিক্‌রের অন্য বিষয়গুলোর সম্পর্ক হলো–

- **হাদীস :** কুরআনে উল্লিখিত বিষয়ের রসূল স.-এর করা ব্যাখ্যা। এটি কুরআনের মতো নির্ভুল নয়।
- **ফিক্‌হ :** কুরআন ও হাদীসের বিষয়গুলো নিয়ে মনীষীদের গবেষণার ফলধারণকারী গ্রন্থ। এটি হাদীসের মতো নির্ভুলও নয়।
- **বিজ্ঞানগ্রন্থ :** কুরআনে উল্লিখিত বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত (Discover) হওয়া বিস্তারিত দিক। এটি কুরআনের মতো নির্ভুল নয়।
- **সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী :** কুরআনে থাকা বিষয়সমূহ রিভিশন দিয়ে মনে রাখা এবং বাস্তবে পালন করার মাধ্যমে শেখানোর ব্যবস্থা।
- **আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ ও কালিমা তাইয়্যেবা :** কুরআনে থাকা বিষয়সমূহ রিভিশন দিয়ে মনে রাখা।

তাহলে দেখা যায়– কুরআন অধ্যয়ন করে তার শিক্ষা স্মরণ রাখা ছাড়া স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের বাকি বিষয়গুলো হলো কুরআনে থাকা বিষয়ের বিভিন্ন দিক বা অবস্থা এবং তা কুরআনের মতো নির্ভুল নয়। তাই Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণটি হবে কুরআন অধ্যয়ন করা তথা বুঝে বুঝে পড়া এবং তা স্মরণে রাখা।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায়– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণটি হবে কুরআন অধ্যয়ন করা এবং কুরআনের শিক্ষা স্মরণ রাখা।

আল কুরআন

তথ্য-১

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ....

এটি সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ (ভুল) নেই। (সুরা বাকারা/২ : ২)

তথ্য-২

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ...

রমযান মাস। যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। (কুরআন) সকল মানুষের জীবন পরিচালনার পথ নির্দেশ (জ্ঞানের উৎস)। যা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত বাণী ধারণকারী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। (সুরা বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– কুরআন হলো সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী গ্রন্থ। অর্থাৎ কুরআন ইসলামের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ।

তথ্য-৩

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ۔ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ
لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ۔ لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ
خَذُوْلًا ۔ وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ۔

২৭. আর সেদিন জালিম ব্যক্তি তার দুই হাত কামড়াতে থাকবে (এবং) বলবে– হায়! আমি যদি রসূলের সাথে সঠিক পথ অবলম্বন করতাম। ২৮. হায়! দুর্ভোগ আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। ২৯. অবশ্যই সে আমাকে কুরআন থেকে বিভ্রান্ত করেছিল তা আমার কাছে পৌঁছাবার পর। আর শয়তান মানুষের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশি প্রতারণাকারী ছিল। ৩০. আর রসূল বলবেন– হে আমার রব! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এ কুরআনকে পরিত্যক্ত ধরে নিয়েছিল। (সুরা ফুরকান/২৫ : ২৭-৩০)

আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা

২৭ নং আয়াতের (আর সেদিন জালিম ব্যক্তি তার দুই হাত কামড়াতে থাকবে (এবং) বলবে– হায়! আমি যদি রসূলের সাথে সঠিক পথ অবলম্বন করতাম)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বহু স্থানে কাফির ও কবীরা গুনাহগার মু'মিনকে জালিম বলা হয়েছে। তাই আয়াতটি উভয় বিভাগের জালিমদের জন্য প্রযোজ্য হলেও পরের তিনটি আয়াতের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় মু'মিন জালিমরা মূল লক্ষ্য।

আয়াতটি থেকে জানা যায়– কিয়ামতের দিন উভয় বিভাগের জালিমরা দুঃখ করে বলবে তারা রসূল স.-এর বলা জীবন চলার সঠিক পথ তথা কুরআনের পথ অবলম্বন না করে মারত্মক ভুল করেছে।

২৮ নং আয়াতের (হায়! দুর্ভোগ আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম) ব্যাখ্যা : উভয় বিভাগের জালিমরা বলবে– ইবলিস ও তার দোসরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করায় তাদের এ করুণ অবস্থা হয়েছে।

২৯ নং আয়াতের (অবশ্যই সে আমাকে কুরআন থেকে বিভ্রান্ত করেছিল তা আমার কাছে পৌঁছাবার পর)-এ অংশের ব্যাখ্যা : জালিমরা বলবে, শয়তান তাদেরকে কুরআন বিরোধী পথে নিয়েছিল কুরআন তাদের কাছে পৌঁছার পর। অর্থাৎ তারা কুরআন জানতো।

২৯ নং আয়াতের (আর শয়তান মানুষের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশি প্রতারণাকারী ছিল)-এ অংশের ব্যাখ্যা : শয়তান সবচেয়ে বেশি কাজ করে মানুষকে কুরআনের জ্ঞান ও আমল থেকে দূরে সরানোর জন্য।

৩০ নং আয়াতের (আর রসূল বলবেন– হে আমার রব! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এ কুরআনকে পরিত্যক্ত ধরে নিয়েছিল) ব্যাখ্যা : রসূল স. কবীরা গুনাহগার মু'মিন জালিমদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবেন যে– তিনি নানা দৃষ্টিকোণের স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞানার্জনকে অন্য সকল গ্রন্থের জ্ঞানার্জনের ওপর অপরিসীম বেশি গুরুত্ব দিতে বলেছেন। তারপরও এরা কুরআনকে পরিত্যাগ করে অন্য গ্রন্থকে জ্ঞানার্জনের মূল গ্রন্থ বানিয়েছিল এবং তা অনুসরণ করেছিল। এমনকি কুরআনের সরাসরি আদেশ অমান্য করে তারা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়েছিল এবং উপদলসমূহের নাম থেকে কুরআনের নামটিও বাদ দিয়েছিল (আহলে হাদীস ও আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াত)। তাই আমি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দেওয়ার জন্য আবেদন (শাফায়াত) করছি।

আয়াতগুলোর শিক্ষা

আয়াতগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– রসূল স. তাঁর উম্মতের কিছু লোককে জাহান্নামে পাঠানোর জন্য শাফায়াত করবেন। সে লোকগুলো হবে তারা– যারা দুনিয়ায় জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআনের চেয়ে অন্য গ্রন্থকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

যে কারণে রসূল স. ঐ লোকদের জাহান্নামের শাস্তির সুপারিশ করবেন তা হলো–

১. কুরআন না জেনে অন্য গ্রন্থ পড়ায় সেখানে থাকা জীবন সম্পর্কিত মৌলিক ভুল বা মিথ্যা তথ্যকে তারা সত্য মনে করেছে। আর সেগুলোর ওপর আমল করে তারা দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।
২. জীবন সম্পর্কিত মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনি। ফলে জীবন পরিচালনার সময় তারা মৌলিক বিষয়কে অমৌলিক এবং অমৌলিক বিষয়কে মৌলিক হিসেবে পালন করেছে। এ কারণে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোনটি সে বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের মধ্যে কুরআন অধ্যয়ন করা এবং কুরআনের শিক্ষা স্মরণ রাখা হবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবু হুরায়রা রা.-এর বলা বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইউনুস বিন আবদুল আ'লা থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এ উম্মতের (মানুষের) যে কেউই, চাই সে ইহুদী বা নাসারা (বা অন্য কিছু) হোক না কেন, আমার সম্পর্কে শুনবে অথচ যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে নিশ্চয় জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

- মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২৪০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : রসূল স. আল্লাহ তা'য়ালার কসম খেয়ে হাদীসটি বলা শুরু করেছেন। তাই হাদীসটির বক্তব্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। রসূল স. সম্পর্কে শোনার অর্থ হলো– রসূল স.-এর আগমন, কথা, কাজ, শরীর-স্বাস্থ্য ইত্যাদি তথা রসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস শোনা। রসূল স.-কে প্রেরণ করা হয়েছে– কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআনকে মানুষের কাছে উপস্থাপন করার জন্য। ঈমান হলো– জ্ঞান+বিশ্বাস।

তাই হাদীসটির মূল বক্তব্য হলো– যে রসূল স.-এর 'হাদীস' শুনবে তথা হাদীসের জ্ঞানার্জন করবে কিন্তু কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং সে জ্ঞানকে বিশ্বাস না করে মারা যাবে তাকে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হতে হবে।
আর এর প্রধান দুটি কারণ হলো–

১. জাল/ভুল হাদীস ধরতে না পারা।
হাদীসটি যদি মৌলিক বিষয় সংবলিত হয় তবে সেটির ওপর আমল করার কারণে ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে।

২. মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারা।
কুরআন না জেনে হাদীস পড়া ব্যক্তি ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না। ফলে আমলের সময় তার মৌলিক আমল বাদ যাবে। এ কারণে ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ..... عَنِ الحَارِثِ، قَالَ: مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ: وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ: مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنِ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ

الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن: ٢] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আলী রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– বর্ণনাধারার ২য় ব্যক্তি হারেস রা. বলেন, আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত, তখন আমি আলী রা.-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম– হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে, লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত? তিনি বললেন– তারা কি তা করেছে? আমি বললাম– হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন তিনি (আলী রা.) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই মিথ্যা হাদীস (فِتْنَةٌ) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তা থেকে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন– আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলি ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন।

আর যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর যিক্‌র ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ী সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দিয়ে আলেমগণের তৃপ্তি মেটে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনল তখনই সাথে সাথে তারা বলল– নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল সাওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে ডাকলো সে স্থায়ী পথের দিকে ডাকলো।

- তিরমিযী, আস-সুনান (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), হাদীস নং-২৯০৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।
- হাদীসটি অত্যন্ত মশহুর বা প্রসিদ্ধ।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ..... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আবূ সাঈদ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন মিনহাল থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু সাঈদ রা. বলেন, রসূল স. বলেছেন– আমার রব বলেন যারা কুরআন (অধ্যয়ন, গবেষণা ও দাওয়াত) নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে (অন্যভাবে) আমার যিক্‌র ও আমার কাছে দোয়া করার সুযোগ পায় না আমি তাদের দোয়াকারীর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেবো। আল্লাহর কালাম (কুরআন) সকল কালামের চেয়ে উত্তম। যেমন সকল সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহ উত্তম।

- ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৯২৬
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ ।

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা

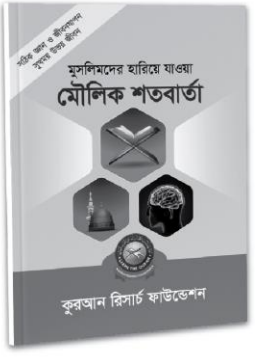

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তরের যিক্‌র করার উপায়সমূহ

অনুসরণ বা বাস্তবায়ন স্তরের যিক্‌র হলো– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করার মাধ্যমে যে বিষয়গুলো জানা ও স্মরণ রাখা হয়েছে তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করা। অর্থাৎ কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ ও বিজ্ঞানগ্রন্থ অধ্যয়ন করে, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ও কুরবানী পালন করে এবং আল্লাহর গুণবাচক নাম ও কালিমা তাইয়্যেবা মুখে বা মনে উচ্চারণ করে যে তথ্যগুলো জানা ও স্মরণ রাখা হয়েছে তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করা।

তাই অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তরের যিক্‌র করার বিষয়টি দুই ভাগে বিভক্ত হবে–

১. যে সকল বিষয়ের পালন পদ্ধতি কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ আছে সেগুলোর অনুসরণ স্তরের যিক্‌র হবে কুরআন ও হাদীসে থাকা বক্তব্য অনুসরণ করে বিষয়গুলো পালন করা।

বিজ্ঞান বাদে প্রতিটি কাজের সকল ফরজ বাস্তবায়ন পদ্ধতি কুরআনে আছে। এ তথ্য কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

.....وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ.....

আর আমরা তোমার প্রতি যে কিতাবটি নাযিল করেছি (তাতে রয়েছে) সকল বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ।

(সুরা নাহল/১৬ : ৮৯)

.....مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ.....

আমরা কিতাবে (কুরআন) কোনো কিছু (উল্লেখ করতে) বাদ রাখিনি।

(সুরা আন'আম/৬ : ৩৮)

হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতি কুরআনে উল্লিখিত বক্তব্য বা পদ্ধতির সম্পূরক বা অতিরিক্ত হতে পারবে কিন্তু বিপরীত হতে পারবে না। মানব সভ্যতার অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার জন্য কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ থাকা পদ্ধতির খুঁটিনাটি পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য হবে কিন্তু মৌলিক পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. যে সকল বিষয়ের পালন পদ্ধতি কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ নেই তবে বিজ্ঞানের গ্রন্থে উল্লেখ আছে সেগুলো বিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের বক্তব্য অনুসরণ করে পালন করা হবে অনুসরণ স্তরের যিক্‌র। যেমন– বিভিন্ন রোগের নির্ণয় ও চিকিৎসা পদ্ধতি, অপারেশন করার পদ্ধতি ইত্যাদি। এ পালন পদ্ধতি কুরআন ও নির্ভুল হাদীসের কোনো বক্তব্যের বিরোধী হতে পারবে না।

যিক্‌রের দুই স্তরের মধ্যে সম্পর্ক

বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বর্তমানে যারা যিক্‌র করেন তাদের অধিকাংশই যিক্‌র বলতে শুধু জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রকেই বোঝেন। তাই স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের বিষয়ের সাথে তাদের বাস্তব কাজের মিল দেখা যায় না।

Common sense

যিক্‌রের দুই স্তরের মধ্যে সম্পর্ক অর্থাৎ জানা ও স্মরণ রাখা এবং অনুসরণ স্তরের যিক্‌রের মধ্যকার সম্পর্ক বোঝার সহজ উপায় হলো পৃথিবীর বিভিন্ন পরীক্ষা। পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্য সকল পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার বিষয়গুলো স্মরণ রাখার জন্য বারবার পড়তে তথা Revision দিতে হয়। আর জানা ও স্মরণ রাখার জন্য বারবার পড়ার কল্যাণ একজন পরীক্ষার্থী শুধু তখনই পাবে যখন পরীক্ষার সময়, জানা ও স্মরণ রাখা বিষয় অনুযায়ী প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।

মানুষের জীবন একটি পরীক্ষার সময় বলে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا .....

তিনি জীবন মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন এটি পরীক্ষা করে নেওয়ার জন্য যে– তোমাদের মধ্যে কাজে কে উত্তম।

(সুরা মূলক/৬৭ : ২)

জীবনের পরীক্ষার বিষয়গুলো (Syllabus) আছে কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ, বিজ্ঞানের গ্রন্থ ও আল্লাহর গুণবাচক নাম ও কালেমা তাইয়্যেবাতে। তাই জীবন পরিচালনামূলক পরীক্ষায় সফল হতে হলে প্রথমে পরীক্ষার বিষয়গুলো কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ, বিজ্ঞানগ্রন্থ, আল্লাহর গুণবাচক নাম ও কালেমা তাইয়্যেবা পড়ে তাত্ত্বিকভাবে (Theoritically) এবং সালাত, যাকাত,

সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি আমল পালন করে ব্যাবহারিকভাবে (Practically) জানতে ও স্মরণ রাখতে হবে। তারপর জানা ও স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে, অনুসরণ স্তরের যিক্‌র তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করতে হবে।

তাই Common sense অনুযায়ী সহজেই বলা যায়– যিক্‌রের দুই স্তরের মধ্যকার সম্পর্ক হলো, জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের কল্যাণ (সাওয়াব) শুধু তখনই পাওয়া যাবে যখন অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তরের যিক্‌র করার সময় স্মরণে থাকা বিষয়গুলো প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করা হবে।

♣♣ তাহলে ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের কল্যাণ (সাওয়াব) শুধু তখনই পাওয়া যাবে যখন অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তরের যিক্‌র করার সময় স্মরণে থাকা বিষয়গুলো প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করা হবে।

আল-কুরআন

তথ্য-১

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ . كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ .

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা কেন তা বলো যা তোমরা (বাস্তবে) পালন করো না? আল্লাহর কাছে এটি একটি অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী বিষয় যে– তোমরা বলবে এমন কথা যা (বাস্তবে) করো না।

(সুরা সফ/৬১ : ২, ৩)

ব্যাখ্যা : স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করার সময় একজন মু'মিন মুখে বা মনে মনে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় উচ্চারণ করে তথা বলে। সালাতের সময় ঐ কথাগুলো আল্লাহ তা'য়ালার সামনে দাঁড়িয়ে বলা হয়।

তাই এ আয়াত অনুযায়ী– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের সময় যে সকল বিষয় মুখে বা মনে উচ্চারণ করে বলা হয় অনুসরণ স্তরের যিক্‌র তথা জীবনের প্রতিটি কাজ করার সময় যদি সে বিষয়গুলো প্রয়োগ না করা হয় তবে আল্লাহ অত্যন্ত রাগান্বিত হন। অর্থাৎ তা একটি বড়ো গুনাহের বিষয়।

এখান থেকে বুঝা যায়– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের কল্যাণ (সাওয়াব) শুধু তখনই পাওয়া যাবে যখন অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তরের যিক্‌র করার সময় স্মরণে থাকা বিষয়গুলো প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করা হবে।

তথ্য-২

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ . الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ . الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ . وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ .

অতঃপর দুর্ভোগ (ওয়াইল নামক জাহান্নাম) সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য, যারা তাদের সালাতের (সময়, উদ্দেশ্য, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, শিক্ষা ইত্যাদি) সম্পর্কে উদাসীন, যারা লোক দেখানো কাজ করে এবং পাতিলের ঢাকনি (ছোটো-খাটো জিনিসও) দান করা থেকে বিরত থাকে (কৃপণ)।

(সুরা আল মাউন/১০৭ : ৪-৭)

ব্যাখ্যা : আগেই আমরা জেনেছি সালাতকে মহান আল্লাহ তাঁর যিক্‌র বলে উল্লেখ করেছেন। তাই সালাত আদায় করা হলো আল্লাহর স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করা তথা সালাতের অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয়ের মাধ্যমে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো জানা ও স্মরণ রাখা।

সালাতের পঠিত বিষয়ের তিনটি শিক্ষা হলো–

১. সালাতসহ সকল কাজ সঠিক সময়ে, যথাযথ নিষ্ঠা ও একাগ্রতাসহ করা।
২. মানুষকে দেখানোর জন্য নয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সকল কাজ করা।
৩. কৃপণ না হওয়া।

যে সালাত আদায়কারী এ তিনটি শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করলো না সে সালাতের শিক্ষা বাস্তবে প্রতিষ্ঠা (কায়েম) করল না। এ ধরনের সালাত আদায়কারীর ঠিকানা জাহান্নাম বলে আলোচ্য আয়াত তিনটিতে জানানো হয়েছে।

তাই এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– সালাত নামের স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রসহ অন্য যেকোনো স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করার পর ঐ যিক্‌রের শিক্ষা স্মরণ না রাখলে এবং বাস্তবে প্রয়োগ না করলে তথা অনুসরণের স্তরের যিক্‌র না করলে ঐ যিক্‌র দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো কল্যাণ (সাওয়াব) বয়ে আনবে না।

তথ্য-৩

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا .....

(ঈমান আনার ব্যাপারে) তারা কি শুধু অপেক্ষা করে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আসবে কিংবা তোমাদের প্রতিপালক আসবেন কিংবা তোমার প্রতিপালকের নিদর্শন আসবে? যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন (মৃত্যু বা অন্য আজাব) আসবে সেদিন তার ঈমান কোনো কাজে আসবে না যে আগে ঈমান আনেনি অথবা ঈমান থাকা অবস্থায় (আমল করার মাধ্যমে) নেকী অর্জন করেনি।

(সুরা আন'আম/৬ : ১৫৮)

ব্যাখ্যা : ঈমান হলো জ্ঞান+বিশ্বাস। ঈমানের জ্ঞানের বিষয়টি হলো কালেমা তাইয়্যেবা। আর ঈমান আনতে হয় কালেমা তাইয়্যেবা মুখে উচ্চারণ এবং অর্থসহ ব্যাখ্যাটি অন্তরে বিশ্বাস করার মাধ্যমে।

এ আয়াত থেকে জানা যায়– ঈমান আনা তথা কালেমা তাইয়্যেবা মুখে উচ্চারণ এবং অর্থসহ ব্যাখ্যাটি অন্তরে বিশ্বাস করার পর কেউ যদি মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় আগে কালেমার দাবি অনুযায়ী আমল না করে যায় তবে তার ঐ ঈমানের কোনো মূল্য সে পাবে না।

তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়– কালেমা তাইয়্যেবা নামের স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রসহ অন্য যেকোনো স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করার পর ঐ যিক্‌রের শিক্ষা স্মরণ না রাখলে এবং বাস্তবে প্রয়োগ না করলে তথা অনুসরণ স্তরের যিক্‌র না করলে ঐ যিক্‌র দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো কল্যাণ (সাওয়াব) বয়ে আনবে না।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের কল্যাণ (সাওয়াব) পাওয়ার বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের কল্যাণ (সাওয়াব) শুধু তখনই পাওয়া যাবে যখন অনুসরণ স্তরের যিক্‌র করার সময় স্মরণে থাকা বিষয়গুলো প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করা হবে।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلاَنَةَ تَذْكُرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاَتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِيَ فِي النَّارِ . قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ فُلاَنَةَ تَذْكُرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاَتِهَا وَأَنَّهَا تَصَدَّقُ بِالأَثْوَارِ مِنَ الأَقِطِ وَلاَ تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِيَ فِي الْجَنَّةِ.

আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ রহ. থেকে শুনে 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবু হুরায়রা রা. বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি বললো– ইয়া রসূলুল্লাহ, অমুক মহিলা সালাত ও যাকাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখ দিয়ে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন– সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বললো– ইয়া রসূলুল্লাহ! অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম (নফল) রোজা রাখে, কম (নফল) সদকা করে এবং সালাতও (নফল) কম পড়ে। তার দানের পরিমাণ হলো পনিরের টুকরা বিশেষ (খুবই কম)। কিন্তু সে নিজের মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রসূল স. বললেন– সে জান্নাতী।

- আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং-৯৬৭৩।
- হাদীসটির সনদ হাসান ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির মাধ্যমে রসূল স. সালাত, সিয়াম ও যাকাত নামক স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের সাওয়াব পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি দুজন সালাত আদায়কারীর অবস্থা পাশাপাশি বর্ণনা করে সুন্দরভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। প্রথম জন ঐ সকল স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের অনুষ্ঠান প্রচুর পালন করেছে কিন্তু তার একটি শিক্ষা (প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া) নেয়নি এবং বাস্তবে প্রয়োগ করেনি। তাই তাকে জাহান্নামে যেতে হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঐ সকল স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র পালন করার কোনো সওয়ার সে পাবে না। আর দ্বিতীয় জন ঐ সকল স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র (ফরজ বাদ না দিয়ে) অপেক্ষাকৃত কম করলেও তা থেকে শিক্ষা নিয়েছে এবং সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করেছে। তাই সে জান্নাতবাসী হয়েছে। অর্থাৎ সে ঐ সকল স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের সাওয়াব পেয়েছে।

তাই হাদীসটি থেকে জানা যায়– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের কল্যাণ (সাওয়াব) শুধু তখনই পাওয়া যাবে যখন অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তরের যিক্‌র করার সময় স্মরণে থাকা বিষয়গুলো প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করা হবে।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি কুতাইবা বিন সাঈদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– তোমরা কি জানো সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি কে? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, আমাদের মধ্যে দরিদ্র হলো সে যার টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। রসূলুল্লাহ স. বললেন– আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র হলো সে– যে কিয়ামতের ময়দানে অনেক সালাত, সিয়াম ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে থাকবে যে, সে কোনো মানুষকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করেছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করেছে বা কাউকে অন্যায়ভাবে মেরেছে। অতঃপর তার (সালাত, সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি) আমল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের দিয়ে দেওয়া হবে। এভাবে তার সকল আমল বিনিময় হিসেবে শেষ হয়ে যাওয়ার পর দাবিদারদের পাপ তার ওপর চাপানো হবে। অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬৭৪৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১ নং তথ্যের হাদীসটির অনুরূপ ব্যাখ্যা করে এ হাদীসটি থেকেও জানা যায়– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের কল্যাণ (সাওয়াব) শুধু তখনই পাওয়া

যাবে যখন অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তরের যিক্‌র করার সময় স্মরণে থাকা বিষয়গুলো প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করা হবে।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ..... عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ রহ. থেকে শুনে 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আনাস রা. বলেন, রসূল স. আমাদের এমন নসিহত খুব কমই করেছেন যার মধ্যে তিনি বলেননি, খিয়ানতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর দ্বীন নেই।

- আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং-১২৪০৬।
- হাদীসটির সনদ হাসান।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির একটি বক্তব্য হলো– খিয়ানাতকারীর ঈমান নেই। এর কারণ হলো– ঈমান আনা একটি জানা ও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র। আর খিয়ানাত না করা এ যিক্‌রের একটি দাবি।

তাই এ হাদীসটি অনুযায়ীও স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের কল্যাণ শুধু তখনই পাওয়া যাবে যখন অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তরের যিক্‌র করার সময় স্মরণে থাকা বিষয়গুলো প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ স্মরণে থাকা বিষয়গুলো অনুসরণ করে জীবনের প্রতিটি কাজ করা হবে।

♣♣ এ ধরনের বক্তব্য সংবলিত আরও হাদীস হাদীসের গ্রন্থগুলোতে আছে।

বেশি বেশি যিক্‌র করার স্থানের ব্যাপারে কুরআন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ . فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

হে যারা ঈমান এনেছো! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য ডাকা হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিক্‌রের (সালাতের) দিকে দৌড়াও এবং বেচাকেনা পরিত্যাগ করো। এটাই তোমাদের জন্য (অধিক) উত্তম যদি তোমরা জানতে। অতঃপর যখন সালাত শেষ হয় তখন তোমরা পৃথিবীতে (কর্মক্ষেত্রে) ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো, আর (এ সময়ে) আল্লাহর যিক্‌র বেশি বেশি করো যদি তোমরা কল্যাণ পেতে চাও।

(সুরা জুমু'আ/৬২ : ৯, ১০)

ব্যাখ্যা : সালাত হলো স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র। তাই ৯ নং আয়াতটিতে আল্লাহ তা'য়ালা জুমু'আর দিনে আযানের মাধ্যমে সালাত নামের স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের দিকে ডাকা হলে সকল কাজকর্ম রেখে মু'মিনদেরকে দৌড়ে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা জুমু'আর দিনে মু'মিনদেরকে মসজিদে গিয়ে সালাতের অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সাথে পালন করে, অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের শিক্ষাগুলো রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে স্মরণ করতে ও স্মরণ রাখতে বলেছেন।

১০ নং আয়াতটিতে আল্লাহ তা'য়ালা সালাত আদায়কারীদের বলেছেন– তারা যদি সালাত থেকে কল্যাণ পেতে চায় তবে তাদেরকে সালাত শেষ করে রুজি-রোজগারের জন্য কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়তে হবে এবং ঐ কর্মক্ষেত্রে বেশি বেশি তাঁর যিক্‌র করতে হবে।

কর্মক্ষেত্রে যিক্‌র করার অর্থ হলো অনুসরণ স্তরের যিক্‌র করা। তাই আল্লাহ এখানে সালাত আদায়কারীদের বলেছেন– তারা যদি সালাত নামের স্মরণ

রাখা স্তরের যিক্‌রের কল্যাণ পেতে চায় তবে সালাতের অনুষ্ঠান করে আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে যে সকল তথ্য রিভিশন দিয়ে তারা স্মরণে এনেছে ও রেখেছে সেগুলোকে বাস্তব কাজের সময় তথা অনুসরণ স্তরের যিক্‌র করার সময় বেশি বেশি প্রয়োগ করতে হবে। সালাতকে সামনে রেখে কথাটি বলা হলেও সকল স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের বেলায় এ নীতিমালাটি প্রযোজ্য হবে।

তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়– বেশি বেশি যিক্‌র করার স্থান হলো কর্মক্ষেত্র। আর কর্মক্ষেত্রে যিক্‌র করার উপায় হলো– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের শিক্ষাগুলো অনুসরণ করে কাজ করা।

এ নীতিমালা প্রয়োগের কয়েকটি উদাহরণ–

১. সালাত নামের স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের প্রধান শিক্ষা হলো– আল্লাহর আদেশ মানার মানসিকতা (তাকওয়া) তৈরি করা। তাই সালাত শেষে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে এ শিক্ষার অনুসরণ স্তরের যিক্‌র বেশি বেশি করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ নিষেধ অনুযায়ী প্রতিটি কাজ করা বা না করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং কাজটি বাস্তবে করার সময় কুরআন ও সুন্নাহ বলে দেওয়া নিয়ম-কানুনকে অনুসরণ করতে হবে।

২. সালাত নামের স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের অন্য একটি শিক্ষা হলো– ইসলাম জানার ব্যাপারে কুরআনের জ্ঞানার্জন করাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া। তাই সালাত শেষে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে এ শিক্ষার অনুসরণ স্তরের যিক্‌র বেশি বেশি করতে হবে। অর্থাৎ জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের সময় কুরআনের জ্ঞানার্জন করাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি নামের স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের একটি শিক্ষা হলো– কোনো কাজে মৌলিক একটি ভুল হলে সে কাজটি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। তাই সালাত শেষে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে এ শিক্ষার অনুসরণ স্তরের যিক্‌র বেশি বেশি করতে হবে। অর্থাৎ কোনো কাজে মৌলিক ভুল না হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

৪. সালাত নামের স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের আর একটি শিক্ষা হলো– সময়মতো সকল কাজ করা। তাই সালাত শেষে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে এ শিক্ষার অনুসরণ স্তরের যিক্‌র বেশি বেশি করতে হবে। অর্থাৎ বাস্তব জীবনের সকল কাজ সময় মতো করতে হবে।

৫. সালাত নামের স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের অন্য একটি শিক্ষা হলো– বংশ, গোত্র, রং, সামজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি ব্যক্তির মর্যাদার মাপকাঠি নয়। মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি হলো আল্লাহ

সচেতনতা (তাকওয়া)। তাই সালাত শেষে বাস্তব জীবনে গিয়ে এ শিক্ষার অনুসরণ স্তরের যিক্‌র বেশি বেশি করতে হবে। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে বংশ, গোত্র, রং, সামজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়গুলোর ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে পার্থক্য না করার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে।

৬. কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করা নামক স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের একটি শিক্ষা হলো– প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেট ভরে না খাওয়া। তাই কুরআন ও হাদীস অধ্যয়নমূলক স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করার পর এ শিক্ষার অনুসরণ স্তরের যিক্‌র বেশি বেশি করতে হবে। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে প্রতিবেশী যাতে অভুক্ত না থাকে সে ব্যাপারে ভূমিকা রাখার পর নিজে পেট ভরে খেতে হবে।

৭. সিয়াম নামক স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের একটি শিক্ষা হলো– পেটের ক্ষুধা উপেক্ষা করেও প্রকাশ্য বা গোপনে আল্লাহর আদেশ মানতে হবে। তাই সিয়াম নামক স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র পালন করার পর এ শিক্ষার অনুসরণ স্তরের যিক্‌র বেশি বেশি করতে হবে। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে পেটে ক্ষুধা থাকলেও প্রকাশ্য বা গোপনে আল্লাহ যা করতে নিষেধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৮. সুবহানাল্লাহ শব্দের প্রধান অর্থ হলো– আল্লাহ শিরক থেকে মুক্ত। তাই সুবহানাল্লাহ নামক স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করার পর এ যিক্‌রের অনুসরণ স্তরের যিক্‌র বেশি বেশি করতে হবে। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে সকল ধরনের শিরক থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

৯. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, বাক্যের একটি অর্থ হলো– স্বাধীনভাবে আইন তৈরি করার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর। তাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' নামক স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করার পর এ যিক্‌রের অনুসরণ স্তরের যিক্‌র বেশি বেশি করতে হবে। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে কাউকে স্বাধীনভাবে আইন বানানোর অধিকারী বলে সমর্থন করা বা ভোটের মাধ্যমে মেনে নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের সময়ে স্বরের উচ্চতার মাত্রা

Common sense

দৃষ্টিকোণ-১

অন্য মানুষকে কষ্ট দেওয়ার দৃষ্টিকোণ

ইসলাম অন্য মানুষকে কষ্ট দিয়ে কোনো কাজ করাকে পছন্দ করে না। তাই সহজেই বলা যায়– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র এমন উচ্চ স্বরে করা ইসলাম সম্মত হতে পারে না যাতে অন্য মানুষ কষ্ট পায় বা অন্য মানুষ বিরক্ত হয়।

দৃষ্টিকোণ-২

অধিক স্মরণ থাকার দৃষ্টিকোণ

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যত বেশি সংখ্যকটি দিয়ে ব্রেইনে ঝলক তৈরি করা যায় একটি বিষয় তত অধিক স্মরণে থাকে। তাই যে বিষয়টি স্মরণ রাখতে চাওয়া হচ্ছে সেটি যদি মুখে এতটুকু শব্দ করে উচ্চারণ করা হয় যে, ব্যক্তি নিজে তা শুনতে পায় তবে সেটি অধিক স্মরণে থাকে। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের স্বরের উচ্চতা এতটুকু হলে ভালো হয় যেন যিক্‌রকারী নিজে তা শুনতে পায়।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের স্বরের উচ্চতা এতটুকু হওয়া উচিত যেন যিক্‌রকারী নিজে তা শুনতে পায়।

কুরআন

তথ্য-১

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ.

আর তোমার রবের যিক্‌র করো মনে মনে, বিনয়ের সাথে, অন্তরে ভয় নিয়ে, অনুচ্চ স্বরে, সকালে ও সন্ধ্যায়। আর (যিক্‌রের এ সকল ব্যাপারে) Common sense-কে কম গুরুত্ব দেওয়া ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২০৫)

তথ্য-২

.....وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا.

আর সালাতে স্বর উচ্চ করো না এবং একেবারে ক্ষীণও করো না, বরং এ দুয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করো।

(সুরা বনি-ইসরাইল /১৭ : ১১০)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ সকল আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র করতে হবে মধ্যম স্তরের উচ্চ স্বরে।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের স্বরের উচ্চতা খুব বেশি হবে না এবং একেবারে ক্ষীণও হবে না। অর্থাৎ মধ্যম মানের উচ্চ হবে।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অতি সহজে এবং অল্প সময়ে
কুরআন তিলাওয়াত শেখার এক যুগান্তকারী পদ্ধতি

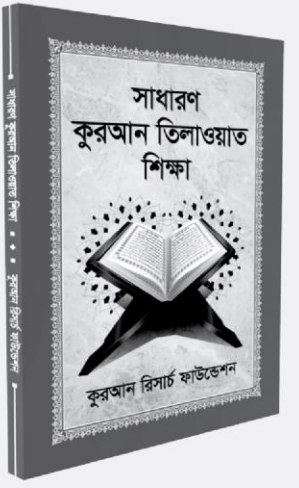

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

সাধারণ
কুরআন
তিলাওয়াত
শিক্ষা

স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র একাকী বা দলবদ্ধভাবে করা

Common sense

সালাত একাকী ও দলবদ্ধ উভয়ভাবে পড়ার নির্দেশ বা অনুমতি ইসলামে আছে। এখান থেকে ধরে নেওয়া যায়– অন্য ধরনের স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রও একাকী বা দলবদ্ধভাবে করা নিষিদ্ধ না হওয়ারই কথা।

আল কুরআন

এ বিষয়ে সালাত ছাড়া অন্য কোনো স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌র সম্পর্কে কুরআনে সরাসরি কোনো বক্তব্য নেই।

আল হাদীস

হাদীস-১.১

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي حَيْثُمَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ

আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত, রসূল স. বলেছেন– আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমি আমার বান্দার কাছে থাকি যখন সে আমার যিক্‌র করে এবং আমার ব্যাপারে তার ঠোঁট নড়ে।

- ♦ বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৬, পৃ. ২৭৩৫।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১.২

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ..... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ قَالَ لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আব্দুল্লাহ ইবন বুছর রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ কুরাইব রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ

বিন বুছর রা. বলেন, একব্যক্তি রসূল স. এর কাছে এসে বললো– ইয়া রসূলাল্লাহ! ইসলামের (নফল) বিধি-বিধানসমূহ আমার জন্য অনেক বেশি। তাই আমাকে এমন কিছু বলে দিন যা আমি সব সময় আমল করতে পারি। রসূল স. বললেন– তোমার জিহ্বা সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত রেখো।

- তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং ৩৩৭৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

♣♣ এ দুটি এবং এ ধরনের আরও হাদীস থেকে জানা যায়– যিক্‌র একা একা করার অনুমতি আছে।

হাদীস-২.১

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ .

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ কুরাইব রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূল স. বলেছেন– মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার কাছে আমি সেরূপ যেরূপ সে আমাকে মনে করে। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে যিক্‌র (স্মরণ) করে। সে যদি একাকী আমাকে স্মরণ করে তবে আমিও তাকে একাকী স্মরণ করি। আর সে যদি কোনো দলে বসে আমাকে স্মরণ করে তবে আমিও তাকে আরও উত্তম দলে স্মরণ করি।

- মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং- ৬৯৮১
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

হাদীস-২.২

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث ..... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল ওয়ারিছ থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস রা.

বলেন, রসূল স. বলেছেন– যখন তোমরা জান্নাতের বাগানে পৌঁছাবে তখন তাঁর ফল খাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন– জান্নাতের বাগান কী? তিনি বললেন– যিক্‌রের বৃত্ত বা মজলিস।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ৩৫১০।
- হাদীসটির সনদ হাসান ও মতন সহীহ।

হাদীস-২.৩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ .

ইমাম তিরমিযী রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূল স. বলেছেন– একটি দল কোনো মজলিসে বসলো কিন্তু আল্লাহর যিক্‌র করল না এবং তাদের নবীর প্রতিও দুরুদ পড়লো না, নিশ্চয়ই এটি তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হলো। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শাস্তি দিতে পারেন অথবা মাফও করে দিতে পারেন।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ৩৩৮০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

♣♣ এ সকল হাদীস থেকে জানা যায় যিক্‌র দলবদ্ধভাবেও করা যায়। তবে বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে যেভাবে দলবদ্ধভাবে শরীর দুলিয়ে, শব্দ করে যিক্‌র করা হয়, সেটি সঠিক কি না সে ব্যাপারে বিরাট প্রশ্ন আছে।

শেষ কথা

কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর উল্লিখিত তথ্যসমূহ থেকে সহজেই বুঝা যায়–

- ইসলামে যিক্‌রকে অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- যিক্‌রের স্তর দুটি– জানা ও স্মরণ রাখা স্তর এবং অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তর।
- স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের মধ্যে সর্বোত্তমটি হলো কুরআন তিলাওয়াত (অধ্যয়ন) করা ও তার শিক্ষা স্মরণ রাখা।
- সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি আল্লাহর স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত।
- বিজ্ঞানগ্রন্থ পড়া আল্লাহর স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত।
- অনুসরণ (বাস্তবায়ন) স্তর বাদ গেলে স্মরণ রাখা স্তরের যিক্‌রের কোনো কল্যাণ বা সাওয়াব পাওয়া যায় না।

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানের যিক্‌র সম্পর্কে ধারণা এবং বাস্তব আমলের সাথে যিক্‌রের প্রকৃত অবস্থার কতটুকু মিল আছে পাঠকই তা বিবেচনা করুন। আল্লাহ মুসলিম জাতির সবাইকে যিক্‌র সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন ও আমল করার তৌফিক দিন। আমিন! ছুম্মা আমিন!

ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া সকল মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে শুধরিয়ে ছাপানো আমার ঈমানী দায়িত্ব। সকলের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. আল-কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠনপদ্ধতি প্রচলিত সুর নাকি আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. 'ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সংবলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা নাকি কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. কুরআনের অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভের সহজ উপায়
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হাজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **মেধা বিকাশ,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস,** বাড়ি-৬১, শিরইল মোল্লা মিল, ওয়ার্ড নং-২১, রাজশাহী মহানগর, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া দাওয়াহ সেন্টার :** জানে সাবা হাউজিং সোসাইটি, সদর, বগুড়া। ০১৭৩০৯১৪৫৮৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০
- **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** দুপচাচিয়া, বগুড়া, ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭৭৯১০৯৯৬৮
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২, নিচতলা, হাজী মহসিন রোড, টুটপাড়া, খুলনা। ০১৯১৬১৩৮৩৪৩, ০১৯৩২৬৪০০৭৫, ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮